—প্রকাশক :—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি, এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী :

বৃহস্পতিবার, ৮ই পৌষ, ১৩৫৫

মুদ্রাকর—শ্রীবিশ্বতোষ সেন
ফাইন প্রিণ্টার্স লিঃ
৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

উৎসর্গ

অশেষ-গুণালঙ্কৃত

শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি-কম্

মহোদয়ের করকমলে

এই নাটকখানি

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

—নাট্যকার—

—বলিবার কথা—

বহুদিন পরে একখানি নাটক লইয়া নাট্যরসিক সুধীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। নাটকখানি তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র তৃপ্তি দিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিব।

ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় আমার চিরদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহায়। এই নাটককে শোভন মঞ্চরূপ প্রদান করিবার জন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার যে বহু কৃতজ্ঞতার ঋণ পূর্ব হইতে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার উপর আরও একটী ঋণ বাড়িল।

ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য পরিচালক, যশস্বী নাট্যকার ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ নাটকখানির সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিপূর্ণ দরদ প্রকাশ পাইযাছে তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতার ভিতর, অতুলনীয় নাট্যরসবোধেব পরিস্ফুট পরিচয় পাইয়াছি তাঁহার নির্দ্দেশনা ও পরিচালনায়। একাধারে নাট্যরচনা, পরিচালনা ও অভিনয়-কৃতিত্বের যে বিস্ময়কর সমাবেশ তাঁহার ভিতর দেখিয়াছি, তাহাতে নাট্যজগতে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আমার দ্বিধা বা কুণ্ঠা নাই।

"গোলকুণ্ডা" নাটকের গানগুলি সবই মহেন্দ্রবাবুর রচনা।

ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতা ও কর্ম্মী সকলকেই আমি তাঁহাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—নাট্যকার—

—সংগঠনকারিগণ—

স্বত্বাধিকারী	... ...	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি-কম্
পরিচালক	... ...	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ
সুর-শিল্পী	... ...	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্য-শিল্পী	... ...	শ্রীবাদল কুমার
স্মারক	... ...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
দৃশ্য-শিল্পী	... ...	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনাব মহম্মদ জান
রূপসজ্জাকর	... ...	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
আলোক নিয়ন্ত্রণকারী	...	শ্রীমন্মথ ঘোষ
এম্প্লিফায়ার বাদক	...	শ্রীদুলাল মল্লিক
যন্ত্রীসঙ্ঘ	... ...	শ্রীধীরেন বন্দ্যোঃ, শ্রীকালী বন্দ্যোঃ, শ্রীকমল বন্দ্যোঃ, শ্রীকার্ত্তিক চট্টোঃ, শ্রীশিশির চক্রঃ, শ্রীসতীশ বসাক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীমিহির মিত্র, শ্রীমুরারি রায় চৌধুরী।

—প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ—

—পুরুষ—

সাজাহান	...	...	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোঃ
দারা	...	...	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী
ঔরংজেব	...	...	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
মহম্মদ	...	...	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোঃ
মুরশিদকুলী খাঁ	...	...	শ্রীধীরেন দাস পরে শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
আবদুল্লা	...	...	শ্রীসন্তোষ দাস
মীরজুমলা	...	...	শ্রীদেবেন বন্দ্যোঃ
রতনরাও	...	...	শ্রীসত্য পাঠক
শিবাজী	...	...	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
রঘুনাথ পন্থ	...	...	শ্রীচন্দ্রশেখর দে
মালোজী	...	...	শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত
ত্র্যম্বকরাও	...	..	শ্রীবিষ্ণু সেন
সদাশিব	...	...	শ্রীশৈলেন রায়
রামপ্রভু	...	...	শ্রীজীবন কর্ম্মকার
শ্যামাজী	...	...	শ্রীপতিতপাবন মুখোঃ
মাহমুদ	...	...	শ্রীসুশীল ঘোষ
ফতে আলি	...	...	শ্রীমুরারি মুখোঃ (বাণীবাবু)
সোলেমান	...	...	শ্রীরবি রায়চৌধুরী
কেরামত	...	...	শ্রীপশুপতি রক্ষিত
মীরখলিল	...	...	শ্রীপ্রবোধ মুখোপাধ্যায়

শরণার্থী	... ...	শ্রীঅনুপকুমার দাস
সভাসদ্‌গণ	... ...	শ্রীবিষ্ণু সেন, শ্রীজয়দেব নাগ, শ্রীজীবন কর্ম্মকার, শ্রীঅজিত বসু
রহমান	... ...	শ্রীনৃপেন বসাক
মারাঠাগণ	... ...	শ্রীজয়দেব নাগ, শ্রীফণী সাহা, শ্রীরাধানাথ নস্কর, শ্রীসলিল সরকার
মোগল সৈনিকগণ	...	শ্রীজীবন কর্ম্মকার, শ্রীঅজিত বসু, শ্রীশঙ্কর ঘটক, শ্রীসুনীল সবকার, শ্রীজয়দেব নাগ, শ্রীরাধানাথ নস্কর, শ্রীনৃপেন বসাক।

—স্ত্রী—

জাহানারা	... ..	শ্রীমতী রেখা দত্ত
নবাববাঈ	... ...	শ্রীমতী অপর্ণা দেবী
হীরাবাঈ	... ...	শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী
লায়লী	... ...	শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী
নর্ত্তকীগণ	... ...	শ্রীমতী সরসী, শ্রীমতী মীণা, শ্রীমতী সান্ত্বনা, শ্রীমতী আশা, শ্রীমতী আঙ্গুর-বালা, শ্রীমতী রেখা, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, শ্রীমতী প্রতিভা।

চরিত্র

—পুরুষ—

সাজাহান	...	...	ভারত সম্রাট্
দারা	...	...	ঐ পুত্র (জ্যেষ্ঠ)
ঔরংজেব	...	...	ঐ পুত্র ও দাক্ষিণাত্যের সুবেদার
মহম্মদ	...	...	ঔরংজেবের পুত্র
মুরশিদকুলী খাঁ	...	...	ঔরংজেবের দেওয়ান
আবদুল্লা শাহ	...	...	গোলকুণ্ডাধিপতি
মীরজুমলা	...	...	ঐ উজীর, পরে দিল্লীর উজীর
রতনরাও	...	...	ঐ সেনাপতি
শিবাজী	...	...	মারাঠানায়ক
রঘুনাথপন্থ		...	ঐ সেনাপতি
মালোজী, শ্যামাজী		...	ঐ সহচরগণ
ত্র্যম্বকরাও, সদাশিব, রামপ্রভু		...	ঐ লেখকগণ
মাহমুদ	...	...	বিজাপুরের হাবসী সেনাপতি
ফতে আলি, সোলেমান, কেরামত		...	ঐ অনুচরগণ
মীরখলিল	...	...	জয়নাবাদে সাজাহানের কর্ম্মচারী
রহমান	...	...	আবদুল্লা শাহের দূত

শরণার্থিগণ, সভাসদ্‌গণ, মারাঠা সৈনিকগণ, মোগল সৈনিকগণ

—স্ত্রী—

জাহানারা	...	...	সাজাহানের কন্যা
নবাববাঈ	...	...	ঔরংজেবের বেগম
হীরাবাঈ	...	...	ফকীরের পালিতা রতনরাও-এর ভগ্নী, পরে ঔরংজেবের বেগম
লায়লী	...	...	আবদুল্লা, সাহের কন্যা।

নর্ত্তকীগণ ও নারীগণ।

শিবাজীর ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত

গোলকুণ্ডা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তাপ্তীতীর—মীর খলিলের উদ্যান বাটিকা

বাঁদীগণের গীত

অতিথি এসেছে আজি, আমার কানন পথে—
সোণালী আলোক মাখা কুসুমবরণ রথে।
তাহারি দরশন পরশনে সারা হিয়া ঝলকায়,
রামধনু-রঙা প্রজাপতি যেন ওড়ে নীল নভছায়!
ছায়াপথ হতে এলো কি শোভন—
এল মম মনরথে॥

(গীতের মধ্যে নবাববাইয়ের প্রবেশ)

নেপথ্যে ঔরংজেব। নবাব বাই—

[ঔরংজেবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁদীগণের প্রস্থান—

(ঔরংজেবের প্রবেশ)

নবাববাই। জনাব!

ঔরং। নবাব বাই!

নবাব। এসো আমার শ্যামসুন্দর! এই দিকে এসো।

ঔরং। ছিঃ ছিঃ নবাববাই বেগম! একি! মুসলমানীর মুখে পৌত্তলিক দেবতার নাম!

নবাব। কি করব সাজাদা! রাজপুতের মেয়ে, কাশ্মীরের পাহাড়ে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে আবেষ্টন আমায় নিশ্বাসবায়ু যুগিয়েছে, তাকে সংস্কার থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা কি সহজ? সময়ে সময়ে আচমকা মনে হয়, আমার এ বিবাহিত জীবন, এই অভিনব গার্হস্থ্য নীতি, এই স্বামীপুত্রের মুখে বৈদেশিক ভাষায় স্নেহসম্ভাষণ, এ সবই বুঝি একটা স্বপ্ন—এখুনি হয়ত তা ভেঙ্গে যাবে—জেগে উঠে দেখব, আমি তেমনি রাজাউরীর উপত্যকায় বিচরণ করছি—অন্তরে আমার কৈশোরের অকারণ পুলকোচ্ছ্বাস, মুখে আমার কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের লীলাকীর্ত্তন!

ঔরং। স্বপ্ন? দুঃস্বপ্নই বল! এ ভেঙ্গে গেলেই তুমি সুখী হও বোধ হয়?

নবাব। কি জানি! জাগরণে ত ঐ মুখখানি দেখতে পাব না, মহম্মদ, মোয়াজিমের মুখে মধুর মা মা ধ্বনি ত শুনতে পাব না! না—না, স্বপ্নই ভাল! সে নিষ্ঠুর জাগরণের চেয়ে এই স্বপ্নই ভাল।

ঔরং। হুঁ! শোন—তুমি কি এখন এইখানেই থাকবে? আমরা এই দিকটাতে বেড়াচ্ছিলাম—আমি আর মুরসিদ কুলী খাঁ। তোমায় দেখে দেওয়ান আর অগ্রসর হতে চাইলেন না। ঐ ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনে মনে রাজস্বের আঁক কষছেন।

নবাব। ডাক—ডাক তাঁকে। আমি যাচ্ছি, আমারও কাজ আছে ঢের।

ঔরং। ঢের?

নবাব। হুঁ, ঢের! প্রথম—সরবৎ খাওয়া, দ্বিতীয়—সেই নাগরীর যৌবন সুষমা দর্শন —যার নাম—(সুরে) "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ"! [প্রস্থানোদ্যত

ঔরং। কার মনপ্রাণ আকুল নবাববাই—কার?

নবাব। তোমার ভাইজানের, বড় সাজাদার!

ঔরং। দারা সেকো?

নবাব। হুঁ! জানো, তোমার মেসো মীর খলিলের নিমন্ত্রণ রাখতে এই জয়নাবাদে এসে একটী খুব দামী হীরা পেয়েছি আমি?

ঔরং। হীরা!

নবাব। হুঁ—জ্যান্ত হীরা—মানে হীরাবাই! ফকির মস্তানশার পালিতা কন্যা! ফকীর এখানেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর সেই পালিতা কন্যাটী মীর খলিল সাহেবের আশ্রয়ে এই বাড়ীতে রয়েছে। তোমার দাদা সেই কন্যারত্নটীকে বেগমরূপে গ্রহণ করার জন্য উদ্যত হয়েছেন। শুনলাম মীর খলিল সাহেবও হীরাবাইকে দিল্লী পাঠাবার তোড়জোড় কচ্ছেন—কিন্তু সে আমি হতে দেব না!

ঔরং। কেন নবাব বাই—তুমি তাতে বাধা দেবে কেন?

নবাব। কেন? দাঁড়াও, এসে বলছি। [প্রস্থান

ঔরং। শোন—শোন!—কিছু যদি বোঝা গেল! দেওয়ান—খাঁ সাহেব! দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুলে নাকি? এদিকে এসো!

(সন্তর্পনে মুরশিদকুলী খাঁর প্রবেশ)

অত ভয়ে ভয়ে আসছ কেন? তিনি নেই!

মুর। কোথায় নেই?

ঔরং। এখানে।

মুর। বাইরে নেই—একথা বলতে পারেন সাজাদা। ভেতরেও নেই, একথা অবশ্য বলা আপনার উদ্দেশ্য নয়!

ঔরং। ভেতরে? এই কুঞ্জের ভেতরে? নেই—নেই, ভয় নেই তোমার!

মুর। ও কুঞ্জ নয়—হৃদয়নিকুঞ্জ। সেখান থেকেও তিনি বিদায় নিয়েছেন—এই যদি আপনার বক্তব্য হয়, তবে বড় ভাবনার কথা!

ঔরং। হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি কি অর্থশাস্ত্র ছেড়ে এই প্রৌঢ় বয়সে রসশাস্ত্রের চর্চ্চা সুরু করলে দেওয়ান ?

মুর। অর্থশাস্ত্রের সেবা ত সারা জীবন ধরেই করা গেল সাজাদা ! কিছু লাভ হ'ল না। না প্রজার, না রাজার !

ঔরং। বল কি ? দাক্ষিণাত্যের প্রজারা যে অরণ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মনে আজ গ্রামে বসে ভূমি কর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে, সে তো তোমারই সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থার গুণে !

মুর। আবার অচিরেই তাদের অরণ্যে আশ্রয় নিতে হবে, তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি !

ঔরং। সে কি ! কেন ?

মুর। আবার ত দাক্ষিণাত্যের আকাশে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছে !

ঔরং। যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছে ? গোলকুণ্ডা ?

মুর। মীরজুমলা সাহেবকে আশ্রয় দেবার জন্য আপনি যেরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে উঠেছেন, তাতে যুদ্ধ বাধবে নিশ্চয় !

ঔরং। আশ্রয় দেব না কেন ? গোলকুণ্ডার সঙ্গে আমাদের কতটুকু বাধ্যবাধকতা ? বার্ষিক দু'লক্ষ মাত্র হুণ কর দেবার কথা—তাও ঢের বকেয়া পড়ে রয়েছে !

মুর। গোলকুণ্ডা যে রীতিমত কর দিতে পারেনি এতদিন, তার কারণ আমি যদি বলি—ঐ মীরজুমলাই ?

ঔরং। বললেই হবে না—প্রমাণ করতে হবে !

মুর। সেটা প্রমাণ করে দিয়ে সাজাদার মনে অশান্তির সৃষ্টি ক'রতে চাই না—কারণ আমি জানি—আপনি ওকে আশ্রয় দেবেনই !

ঔরং। কেন ? ওর গাদা গাদা হীরক আছে—সেই লোভে ?

মুর। না। ওকে আশ্রয় দিলে গোলকুণ্ডা হয় তো যুদ্ধ ঘোষণা করবে—এই লোভে !

ঔরং। অর্থাৎ ?

মুর। অর্থাৎ আপনি চান, গোলকুণ্ডা বিজাপুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দিতে !

ঔরং। চুপ—আস্তে! কেউ শুনতে পাবে। তুমি বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলী খাঁ! সত্য, উত্তরাপথের মত দক্ষিণাপথও মোগলের একচ্ছত্র শাসনের অধীনে আসুক, এই আমার আকিঞ্চন !

মুর। এবং সেই সম্মিলিত একচ্ছত্র উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ কালক্রমে সম্রাট মহীউদ্দীন ঔরংজেবের শাসনাধীনে আসুক, এ দীন ভৃত্যের এই আকিঞ্চন !

ঔরং। চুপ, চুপ! এ আমার ঔরঙ্গাবাদের নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষ নয় দেওয়ান! এ মীরখলিলের উদ্যান বাটীকা! মীরখলিল আবার অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার!

মুর। যাক্, কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সম্রাট সাজাহান হয় ত গোলকুণ্ডার সঙ্গে বিবাদে সম্মত হবেন না।

ঔরং। তাঁকে সম্মত করাতেই হবে! এজন্য আমি মহম্মদকে পাঠাচ্ছি। বৃদ্ধ সম্রাট ওকে সত্যই স্নেহ করেন, কার্য্যোদ্ধার যদি হয়— ওর দ্বারাই হবে।

মুর। কি জানি! তিনি আমাদের উপর যেরূপ বিরক্ত—রাজস্বের অনাদায় এবং আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব অভিযোগের দরুণ—

ঔরং। আট বৎসরে যে দেশে ছয়বার সুবেদার বদলি হয়েছে, সে দেশে রাজস্বের অনাদায় ভিন্ন অন্য কী প্রত্যাশা করতে পারেন তিনি? (নেপথ্যে নবাববাই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন) কি ও?

মুর। আপনার কিঞ্চিৎ রসশাস্ত্রের আলাপের সুযোগ উপস্থিত্— আর কিছু নয়! এ অবস্থায় দ্রুত স্থানত্যাগই এ ভৃত্যের পক্ষে কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান

ঔরং। কে ওখানে ?

(হীরাবাইকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া নবাববাইয়ের প্রবেশ)

ছিঃ ছিঃ নবাববাই! আবরু, সম্ভ্রম, বাদশাহী ভব্যতা—সব ত্যাগ করলে ? দেওয়ান কি ভাবলেন বল ত ?

নবাব। বল্ না ভাই—আমার মাথা খা'স—বল্। আমার শ্যাম-সুন্দরকে তোর পছন্দ হয় ?

ঔরং। নবাববাই !

নবাব। দেখ্ দেখ্—সত্যিই সুপুরুষ! (হীরা প্রস্থানোদ্যত, তাহাকে ধরিয়া) যাচ্ছিস কোথায় ? বয়সও দারাসেকোর চেয়ে কম ! দেখনা ভালো করে তাকিয়ে !

(হীরাবাই হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল)

ঔরং। তুমি কি ক্ষিপ্তা হয়েছ নবাববাই ?

নবাব। ক্ষিপ্তা হইনি, হয়েছি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধা! এবং বৃদ্ধা হয়েছি বলেই আমার এই চিরকিশোর নাগরটীর চিত্তবিনোদনের ভার একটি নওল-কিশোরীর করে অর্পণ করে নিজে কৌতূহলী দর্শক সেজে দূরে সরে দাঁড়াতে চাই! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব—(সুরে) "কেমনে তমালে বেড়ে মাধবীলতা" !

ঔরং। বড়ই বিরক্ত করলে নবাব বাই! (প্রস্থানোদ্যত)

নবাব। বটে আর কি ! গেলেই হ'ল ? আমায় কথা দিয়ে যাও—ঐ হীরার কণ্ঠহারটী তোমায় গলায় পরতে হবে।

ঔরং। হীরা কি কাচ তা কে জানে !

নবাব। ওর নামও হীরা, দামও হীরার মত ! অমূল্য রত্ন !

ঔরং। স্ত্রীরত্ন একটী থাকলেই যে কোন পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট হয়। আমার আল্লার দয়ায় জুটেছে দুটী ! আর বেশী হলে—

নবাব। আমি পরিহাস করিনি সাজাদা। এ বিবাহ তোমায় করতেই হবে।

ঔরং। নবাব বাই!

নবাব। আমার একান্ত অনুনয় প্রিয়তম!

ঔরং। আশ্চর্য্য! নিজে যেচে কেউ যে সতীন জুটিয়ে নিতে চায়—

নবাব। আমি যে চাই তার অতি গুরুতর কারণ আছে। আমার স্বামীর গৌরব! আমার পুত্রগণের কল্যাণ!

ঔরং। বলছ কি?

নবাব। বলছি এস! কে যেন আসছে, ওদিকে সরে যাই চল! অতি গোপনীয় সে কথা, হীরাবাই নিজে আমাকে বলে ফেলেছে—সরলা বালিকা—

[উভয়ের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া মীর খলিলের প্রবেশ]

মীর। না-না, ঔরংজেবকে জয়নাবাদে নেমন্তন্ন করে এনে ভাল করিনি। পীর মস্তানশা হীরাবাই সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, কোন রকমে সে কাহিনী যদি ঔরংজেব শুনতে পায়, তাহলে হয়তো হীরাবাইকে—আর বিলম্ব নয়, আজই আমি হীরাবাইকে নিয়ে গোপনে দিল্লী যাত্রা করব। ওকে দারার হাতে সমর্পণ করে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব। যাই, যাত্রার আয়োজন করিগে। [প্রস্থান

(ঔরংজেব, নবাববাই ও হীরাবাইয়ের প্রবেশ)

ঔরং। আমি তোমার নিজ মুখে শুনতে চাই হীরাবাই—পীর মস্তানশা তোমার সম্বন্ধে কি ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন!

হীরা। আমি যদি না বলি?

ঔরং। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা এর নবাববাই!

নবাব। হীরা! বোন্‌টী আমার!

হীরা। ভয় দেখিয়ে হীরাবাইকে বশীভূত করতে পারবেন না সাজাদা! মস্তানশার মত মুক্ত পুরুষের পদাশ্রয়ে যার জীবনের পরিপূর্ণ একটী যুগ কেটে গিয়েছে, সে আর কিছু শিখে না থাকুক, এটুকু অন্ততঃ

শিখেছে যে সাহাজাদারাও মানুষ ছাড়া আর কিছু নন এবং ধনী মানুষে ও দরিদ্র মানুষে কোন পার্থক্যই নেই—মানবতার মাপকাঠিতে !

নবাব। ভয়ে বশ না হ'স, ভালবাসায় ত হবি বোন্? আমরা তোকে সে ভালবাসা দেব।

হীরা। সে কথা আমি সাজাদার মুখে শুনতে চাই। দারা সেকোর কাছে যাওয়ার দিন আমার আগতপ্রায়। কিন্তু আমি তোমাদের আশ্রয় পেলে দারা সেকোকে প্রত্যাখ্যান করব। কারণ—

নবাব। বল—কারণ ?

হীরা। কারণ আমি মুগ্ধা। ফকিরের আশ্রয়ে পালিতা আমি, বাক্-চাতুরী শিখিনি বহিন! স্পষ্ট বলছি—আমি মুগ্ধা—তোমার স্নেহে, এবং—এবং—

নবাব। সাজাদার রূপে ?

হীরা। হাঁ! সাজাদা যদি আমায় প্রতিশ্রুতি দেন যে—

ঔরং। কী প্রতিশ্রুতি ?

নবাব। ভালবাসার প্রতিশ্রুতি—কেমন হীরা ?

হীরা। হাঁ!

ঔরং। প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি অর্থাৎ, যদি—যদি—

হীরা। যদি আমার সম্বন্ধে মস্তানশার ভবিষ্যৎবাণীর কথা—যা বেগমের মুখে শুনেছেন—তা সত্য হয়? হায় অবিশ্বাসী পুরুষ—না, থাক—দ্বিধা করব না। আমি মুগ্ধা, আমি তোমায় চাই। আমি দারাকে দেখিনি, দেখবার কামনাও আমার নেই। পীর সাহেবের মুখে শুনেছি, দোষেগুণে মানুষ গঠিত। সাজাদা ঔরংজেব যদি দোষলেশহীন আদর্শ পুরুষ নাও হন, তবু মুগ্ধা আমি !

নবাব। হীরা—বোনটী আমার !

হীরা। শোন সাজাদা! পীর মস্তানশার ভবিষ্যৎবাণী যা নবাববাই বেগমের মুখে শুনেছ—তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি হবেন ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্রাট্!

ঔরং। ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্রাট্?

হীরা। হ্যাঁ! কুমারী-হৃদয়ের প্রেমপুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে মিশিয়ে সেই অনাগত সম্রাট-মর্য্যাদা আমি আজ তোমায় উপহার দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর সাজাদা!

ঔরং। হীরাবাই! নবাববাই—মুরশিদকুলী খাঁ—ওখানে আছ দেওয়ান? দেওয়ান মুরশিদকুলী—

[মুরশিদকুলী খাঁর প্রবেশ]

মুর। জনাব! সাজাদা!

ঔরং। সৈন্য সজ্জা কর। মীর খলিল জানবার পূর্ব্বেই জয়নাবাদ ত্যাগ করতে হবে। মুরশিদকুলী—মুরশিদকুলী! এই তাপ্তীতীর থেকে আজ আমরা ছিনিয়ে নিয়ে যাব মোগলের সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে। কেউ যেন আমাদের গতিরোধ করতে না পারে! সাবধান, বন্ধু সাবধান!

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকুণ্ডার সীমান্তে কর্ণাটের পথ, গিরি-সানুদেশ।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। পন্থজী! পন্থজী!

(রঘুনাথ পন্থের প্রবেশ)

রঘু। শিব্বা!

শিবা। সরে এস, ঐ দেখ—
চঞ্চল চরণে ধায় কর্ণাটের পথে—
গোলকুণ্ডা স্থলতানের সৈনিক নিচয়!
লক্ষ্য কর পন্থজী ধীমান,
চারিভিতে রাজসেনা পড়েছে ছড়ায়ে!
যেন তারা অন্বেষিয়া ফিরে সযতনে—
কি যেন হারানো নিধি পথে ও প্রান্তরে।
কতেক সৈনিক হের ধায় বায়ুবেগে,
কশাঘাতে জর্জ্জরিত করি তুরঙ্গমে,
কিন্তু পুনঃ অচিরাৎ থমকি দাঁড়ায়
দৃঢ়করে অশ্বরশ্মি আকর্ষণ করি,
তারপর তীক্ষ্ণ নেত্রে করে নিরীক্ষণ
বনপথ, গিরিসানু, দিগন্তবলয়—
অঘটন স্থনিশ্চয় ঘটিয়াছে কিছু।

রঘু। মনে লয় পলাতক বন্দী কোন জনে,
এই ভাবে খুঁজে ফেরে রাজসৈন্যগণ।
শিব্বা! কর অবধান,

সতর্কতা প্রয়োজন নিশ্চয় মোদের !
অচেনা মারাঠী হেরি গোলকুণ্ডা সেনা
হয়ত করিতে পারে সন্দেহ অন্তরে ।

শিবা । সত্য কহিয়াছ তুমি ! অই, অই চেয়ে দেখ—
হোথা গিরিসানুপানে দ্রুত আগুয়ান
এক সুদর্শন সৈনিক যুবক !
চল অন্তরালে ! [উভয়ের প্রস্থান

(রতনরাও-এর প্রবেশ)

রতন । কোথা গেল আচম্বিতে যুগল পথিক ?
মনে হ'ল দূর হতে—মারাঠী তাহারা ।
পাইব সংবাদ সত্য, হইলে সাক্ষাৎ !
(উচ্চৈঃস্বরে) হে পথিক ! লুকালে কোথায় ?
গোলকুণ্ডা-সুলতানের লভিয়া অভয়,
এস তুমি ক্ষণতরে সম্মুখে আমার—
জিজ্ঞাসিব বার্ত্তা শুধু শুনহে পথিক !
এস কৃপা করি, এস একবার !

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবা । বীরবর ! কি হেতু আহ্বান ?
কি বারতা মোর ঠাঁই জানিতে বাসনা ?

রতন । শুন ভদ্র করি নিবেদন—
এই পথে হেরেছ কি পথচর কারে—
ত্রস্তপদে পলায়িত সীমান্তের পানে ?
দীর্ঘদেহ, তীক্ষ্ণ-আঁখি সৈনিক পুরুষ ?
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ফেরে বক্ষে ধরণীর ?

শিবা । না ।

রতন। অথবা সে ছদ্মবেশে পারে বিচরিতে !
শ্রেষ্ঠী কিংবা উদাসীন ফকির ভিখারী
দ্রুতগতি এই পথে যায় নাই কেহ ?

শিবা। না, দেখিনি তো আমি !

রতন। শোন কহি সত্য বিবরণ—
আমীর জুমলা—তার শুনিয়াছ নাম—
এই গোলকুণ্ডা রাজ্যে আছিলা উজীর ?
গোলকুণ্ডা স্থলতানের লভিয়া আদেশ,
স্থলতানী বাহিনী নিয়ে চতুরঙ্গ-বলে
জিনিলা কর্ণাট রাজ্য দুরন্ত সমরে।
স্থলতানের প্রতিনিধি হইয়া কর্ণাটে,
শাসিলা সমৃদ্ধ রাজ্য দীর্ঘদিন ধরি।
তারপর দূরে ফেলি ছদ্ম সাধুবেশ,
রাজভক্তি আনুগত্য দিয়া বিসর্জ্জন,
স্বাধীন নৃপতিরূপে কর্ণাটরাজ্যের—
আপনারে স্থপ্রতিষ্ঠ করিল দুর্ম্মতি।
অনুনয় স্তোকবাক্যে বুঝায়ে তাহারে,
শান্তি-আলোচনা তরে করিয়া আহ্বান,
আনিলা স্থলতান তারে গোলকুণ্ডাপুরে।
কালি সান্ধ্য দরবারে সেই আলোচনা
তিক্ততায় অবসান হ'ল অকস্মাৎ।
সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইলা উজির !
পাঁতি পাঁতি খুঁজিয়াছি সারা রাজধানী—
জুমলার চিহ্ন মাত্র নাহি কোন খানে।

শিবা। কোথা তার পুত্র পরিজন ?

রতন। অতি ধূর্ত্ত, অতীব উদ্ধত—
আমীন তাহার পুত্র, গোলকুণ্ডাপুরে—
বাদশাজাদার মত সদা দৃপ্ত-শিরে
বিচরে নির্ভয়ে সর্ব্ব ঠাঁই !
পিতার বারতা নাকি অজ্ঞাত তাহার !
বিপরীত অভিযোগ করে স্পষ্ট ভাষে—
দরবারে গুপ্তহত্যা করিয়াছি মোরা—
পিতারে তাহার !

শিবা। বুঝিয়াছি ! সে কলঙ্ক করিতে স্খালন,
প্রয়োজন জুমলারে আশু আবিষ্কার !
কিন্তু তারে এই পথে হেরি নাই বীর !
মোর মনে লয়, অন্য পথে গিয়াছে উজীর !

রতন। এই পথ একমাত্র পথ কর্ণাটের,
আর সে কর্ণাট বিনা যাবে না কোথাও !
বিংশ মণ পরিমাণ অমূল্য হীরক—
গোলকুণ্ডা কর্ণাটের লুণ্ঠনে সঞ্চিত—
সর্ব্বস্ব রয়েছে তার কর্ণাট নগরে।
দেখি আমি হয়ে অগ্রসর !
অনুরোধ জানাই পথিক—
দৃষ্টি রেখো পথপানে জুমলার তরে ! [প্রস্থান

শিবা। পন্থজি ! পন্থজি !

(রঘুনাথ পন্থের প্রবেশ)

পঞ্চবিংশ অশ্বারোহী রাখহ প্রস্তুত—
আজ্ঞামাত্র আঁখির পলকে
দূর দূরান্তর পানে হইতে ধাবিত !

জানি না, পাইব কি না মীরজুমলারে !
কিন্তু যদি পাই— [উভয়ের অন্তরালে গমন

(ফকিরবেশী মীরজুমলার প্রবেশ)

মীর। চারিভিতে গোলকুণ্ডা সেনা,
অবরুদ্ধ কর্ণাটের পথ !
শ্রেয়ঃ ছিল অবস্থান রাজধানী মাঝে
নিজগৃহে ভূগর্ভের গোপন গহ্বরে।
হেথা যদি বন্দী হই—পাপ রত্নরাও
হস্তে পদে কণ্ঠে মোর পরায়ে শৃঙ্খল,
নিয়ে যাবে স্থলতানের পাশে !
বধ্যভূমে ঘাতকের শাণিত কুঠারে
শির মোর সুনিশ্চিত পড়িবে লুটায়ে।
কোথা যাই ? পালাই কেমনে ?
চারিভিতে অরণ্য গহন—
তারো মাঝে পশিয়াছে স্থলতানের সেনা।
কে দেখাবে—কে দেখাবে পথ ?
বিংশ মণ হীরকের মালিক জুমলা
এইভাবে পথপ্রান্তে মরিবে কি শেষে ?

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবা। ভয় নাই হতাশ ফকির,
আমি পারি নিরাপদে সঙ্গোপন পথে
যেথা ইচ্ছা অনায়াসে প্রেরিতে তোমারে।
ভয়াল অরণ্য মাঝে পথ আঁকাবাঁকা—
স্থলতানী সেনার নাহি সাধ্য কোনমতে
সেই পথে অনুগামী হইতে তোমার।

বিলম্ব ক'রোনা আর,
এসো পান্থ, কাল বয়ে যায়—
অদূরে রতন রাও তব প্রতীক্ষায় !

মীর। তুমি—তুমি বঞ্চনা ত করিবে না মোরে ?
কোন্‌মতে করিব প্রত্যয় ?
কোন্ স্বার্থে উপকার সাধিবে আমার ?

শিবা। স্বার্থ ? আছে স্বার্থ নিশ্চয় ফকির।
স্থান কাল নহে অনুকূল
সেই স্বার্থ বিবরিয়া কহিতে তোমারে।
বিলম্বে অনর্থ হবে—
কর্ণাটে যগুপি যেতে আকিঞ্চন তব,
সঙ্গে মোর এস ত্বরা করি।

মীর। তুমি জান—তুমি জান কেবা আমি ?
জানো সুনিশ্চয়। এই লহ দয়াল মারাঠী—
কৃতজ্ঞতা-নিদর্শন কথঞ্চিৎ মম ! (এক খণ্ড হীরক প্রদান)

শিবা। প্রয়োজন নাহি এবে কোন উপহারে !
অদূরে সুলতানী সেনা অন্বেষিছে তোমা !
আঁখির পলকে
হয়তো ঘটিয়া যাবে অনর্থ বিষম !
—পন্থজি ! পন্থজি !

(রঘুনাথের প্রবেশ)

মাওয়ালি সৈনিক সহ অরণ্যের পথে
অতি দ্রুত নিয়ে যাবে ফকির সাহেবে,
নিরাপদে পৌঁছে দেবে কর্ণাট সীমায় !
যাও—হ্যাঁ—আর শোন—

(পন্থজীর কাণে কাণে কথা ও পন্থজীর মীরজুমলাকে লইয়া প্রস্থান·)

হাঃ হাঃ হাঃ—হীরা· উপহার !
কার বস্তু কারে দাও তস্কর জুমলা ?
ভারতমাতার বক্ষপঞ্জরাস্থিচয়
হরিয়াছ খনি হতে দস্যু পারসিক,
তাই দিয়ে পুরস্কৃত করিতে মানস
দরিদ্র, বঞ্চিত, রিক্ত ভারতসন্তানে ?

(রতন রাও-এর প্রবেশ)

রতন। ভাল ক'রে দেখিয়াছি সম্মুখের পথ !
সেই পথে যায়নি সে ধূর্ত্ত পলাতক !
নিশ্চয় এখনো তবে রয়েছে পশ্চাতে।
হে মারাঠী ! এখনো কি হের নাই মীরজুমলারে ?

শিবা। দেখিয়াছি বীর !

রতন। দেখিয়াছ ? কোথা ?
কোন দিকে গেল সেই বঞ্চক উজীর ?

শিবা। কোথা যাবে আর ? গেছে সে কর্ণাট পানে।

রতন। ·গেছে সে কর্ণাট পানে ?
অসম্ভব ! কোন্ পথে যাইবে পামর ?
চারিদিকে অবরুদ্ধ কর্ণাটের পথ !

শিবা। দিক কি চারিটী মাত্র, সুবোধ যুবক ?
দশদিকে আনাগোনা করে বুদ্ধিমান।
শুন তবে, গুপ্ত পথে পলায়ন করেছে উজীর—
আর আমি তারে করেছি প্রেরণ !

রতন। তুমি ? গুপ্তপথে ? হাঃ হাঃ হাঃ—
কোথা পাবে গুপ্তপথ তুমি ?

গোলকুণ্ডাবাসী আমি !
নখর-দর্পণে মোর
স্বদেশের পথ ঘাট গোপন আশ্রয় !
মিথ্যাভাষী মারাঠা পথিক !
মনে লয় জুমলার অনুচর তুমি,
ছলনায় হেথা মোরে ব্যাপৃত রাখিয়া
চাহ তুমি জুমলারে অর্পিতে সুযোগ—
অন্যদিকে অন্বেষিতে পথ !
সতর্ক রহিব আমি জানিও নিশ্চয় !　　　　[প্রস্থানোদ্যত

(রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘু। এই লহ মারাঠানায়ক !
আর কিছু নাহি ছিল ফকীরের পাশে—
ওঃ—একা তুমি নহ !

(অঞ্জলিপূর্ণ হীরক সমূহ শিবাজীকে দিতে গিয়া পশ্চাদপসরণ করিল)

শিবা। অকারণ সঙ্কোচ পন্থজী !
হিন্দুবীর রত্নরাও বান্ধব মোদের,
কি পেয়েছ রত্নরাজি দেখাও বান্ধবে।
—অমূল্য, অমূল্য রত্ন গণি এ সকল,
হীরার জহুরী নহি যদিও আমরা !
দেখ হে রতন রাও—
গোলকুণ্ডা জননীর বীর সুসন্তান !
জুমলার গ্রাস হতে কিছু রত্নরাজি
সুকৌশলে করিয়াছি উদ্ধার আমরা !
আশা করি ধন্যবাদ পাব তব ঠাঁই !

রতন। দস্যু তুমি বুঝিনু নিশ্চয় !
নিহত অথবা বন্দী—

তব করে, উজীর জুমলা।
প্রয়োজন সর্ব্ব-অগ্রে বাঁধিতে তোমারে—
অবিলম্বে সৈন্যদলে করিব আহ্বান। [প্রস্থানোদ্যত

শিবা। মূঢ় হিন্দু, দাঁড়াও ক্ষণিক !
জুমলারে করি নাই নিধন আমরা,
অথবা করিনি বন্দী, কহি সুনিশ্চয়।
নিরাপদে আগুয়ান কর্ণাটের পথে—
সাথে লয়ে দেহরক্ষী মাওয়ালী সৈনিক।
সাহায্যের বিনিময়ে এই রত্নরাজি,
গ্রহণ করেছি মোরা উজীরের পাশে।
কেন না লইব ? তারি মাত্র অধিকার
ভারতের রতন ভাণ্ডারে—
সে ঐশ্বর্য্য বিনিয়োগ করিবে যে জন
দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে ভারতের উদ্ধার প্রয়াসে।

রতন। উচ্চভাষা কহ অবিরাম !
কে করিছে ভারতের উদ্ধার প্রয়াস ?

রঘু। করিছেন মারাঠা শিবাজী !

রতন। মারাঠা শিবাজী ? সে ত দস্যু শুনিয়াছি !

শিবা। হাঃ হাঃ হাঃ—শিবাজীরে কহে দস্যু,
প্রভু কহে আবদুল্লা কুতুবশাহেরে—
ভারতের আশাস্থল এরাই আজিকে !
ওরে ভ্রান্ত নির্ব্বোধ তরুণ !
হিন্দুরাষ্ট্রে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীন,
হিন্দুনারী বিধর্ম্মীর হারেমে বন্দিনী,
হিন্দুর সমাজ ধর্ম্ম চরণে দলিত,

আহিমাদ্রিকুমারিকা এই যে লাঞ্ছনা
অমৃতের পুত্র এই ভারতবাসীর—
ওরে ব্রতচ্যুত দেশদ্রোহী ভারতসন্তান !
এর তরে অপরাধী তোমরাই শুধু !
যাও, যাও তব প্রভু আবদুল্লা পাশে,
কহ তারে—পথচর মারাঠা জনেক
জুমলারে করিয়াছে সঙ্কটে উদ্ধার !
—উদ্দেশ্য জানিতে চাও ?
কুতুবশাহের অঙ্গে কণ্টকের সম
বিঁধে থাক চিরদিন জুমলা পামর—
এই মাত্র মম আকিঞ্চন।
গৃহদ্বন্দ্বে লিপ্ত যদি থাকে শত্রুগণ,
শিবাজীর সুপ্রতিষ্ঠা হইবে অচিরে !

রতন। শত্রু তুমি সুনিশ্চয় মম সুলতানের !
তিষ্ঠ তুমি ক্ষণকাল,
রক্ষীদলে করিব আহ্বান,
শৃঙ্খল পরায়ে তব কণ্ঠে ও চরণে
লয়ে যাব গোলকুণ্ডা নগর মাঝারে ! [প্রস্থানোদ্যত

শিবা। ব্যর্থ হবে প্রয়াস ধীমান,
অদূরে মাওয়ালী সেনা আজ্ঞাবহ মোর,
দিগন্ত-বিস্তৃত অই বনশ্রেণী রয়েছে পশ্চাতে—
নিশ্চিন্ত আশ্রয় মোরে করিতে প্রদান।
যাও তুমি গোলকুণ্ডা ফিরে !
বন্দী ভাবে নহে বন্ধু, স্বাধীন ইচ্ছায়
অচিরে মারাঠা কেহ গোলকুণ্ডাপুরে
ভেটিবে তোমারে আর প্রভুরে তোমার।

রতন। গোলকুণ্ডা যাবে তুমি? তব প্রয়োজন?

শিবা। প্রয়োজন? আছে প্রয়োজন!
যেই রাজ্যে শতজন অধিবাসী মাঝে
নব্বই জনারে রাখে কঠোর শাসনে,
অহিন্দু দশটী মাত্র চরণে পিষিয়া—
সুনিশ্চয় প্রয়োজন রয়েছে সেথায়
শিবাজীর পতাকার ত্বরিতে উদয়।

তৃতীয় দৃশ্য—দিল্লীর দুর্গ।

সাজাহান ও দারা।

সাজা। এর প্রতিবিধান করা চাই দারা! আমার বিশ্বাস, গোলকুণ্ডার কর এবং মোগলাধিকৃত দাক্ষিণাত্যের সমগ্র রাজস্ব আত্মসাৎ করে ঔরংজেব দিনের পর দিন নিজেকে সমৃদ্ধতর করে তুলছে—

দারা। সেই দিনের প্রত্যাশায়,—যেদিন তার অপ্রমেয় অর্থের প্রয়োজন হবে, সৈন্যসজ্জা করবার জন্য!

সাজা। সৈন্য সজ্জা?

দারা। ক্ষমা করুন পিতা! কথাটা অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে!

সাজা। অতর্কিতে সেই কথাই মুখ দিয়ে বেরুতে পারে,—যে কথা সর্ব্বদা মনের ভিতর তোলপাড় করে ফিরছে। তুমি তাহলে বিশ্বাস কর যে ঔরংজেব হয়ত একদিন—

দারা। আপনি বিশ্বাস করেন না?

সাজা। করি না—কিন্তু না করবার কোন হেতু নেই। জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ আকবরশা'র বিরুদ্ধে, সাজাহানের বিদ্রোহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে,—হাঁ, নজীর আছে—প্রবল ও প্রচুর। কিন্তু তবু—ঔরংজেব যদি বিদ্রোহী হয়, তবে সে জানে তাকে অবিলম্বে—

(মহম্মদ সুলতানের প্রবেশ)

মহ। তাঁকে অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং সে ক্ষমা তিনি পাবেন না!—তা তিনি জানেন পিতামহ! না জানলেও ক্ষতি ছিল না,—কারণ বিদ্রোহ ক'রবার ইচ্ছা পিতার কোনদিনই নেই, ক'রবার কারণ যতই থাক!

দারা। (ক্রুদ্ধস্বরে) একি, মহম্মদ সুলতান?

সাজা। তুই এত বড় হয়ে গেছিস মহম্মদ? কখন এলি? কই, কেউ তো কোন সংবাদ দেয় নি! যা—জ্যেঠাকে সেলাম কর!

(মহম্মদ দারাকে অভিবাদন করিল)

দারা। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র—মোগল বংশের মুখোজ্জ্বল কর। কিন্তু এসব তোমার মুখে কি কথা? তোমার পিতার বিদ্রোহী হওয়ার কারণ আছে? ছিঃ ছিঃ—সম্রাট সাজাহানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই প্রকার উদ্ধত অসঙ্গত বাক্যালাপ?

(জাহানারার প্রবেশ)

জাহা। উদ্ধত হতে পারে দারা! মহম্মদ বালক, ঠিক ওজন করে কথা কইতে পারেনি। কিন্তু মহম্মদের কাছে আমি যা শুনলাম—

সাজা। তুমি?

জাহা। হাঁ পিতা, মহম্মদ দিল্লীতে প্রবেশ করেই প্রথমে আমার কাছে আসে। আমি দাক্ষিণাত্যের বিবরণ সবই তার কাছে শুনেছি। যা শুনেছি—তাতে আমার মনে হচ্ছে ঔরংজেবের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার

মত কারণ ঘটেছে—ঔরংজেবের সাহসী পুত্রের একথা খুব অসঙ্গত নয়।

দারা। ভগ্নি! তোমার মুখে এই কথা?

সাজা। মহম্মদ! যাও দাদুভাই—তুমি কক্ষান্তরে বিশ্রাম করগে, একটু পরে তোমার সঙ্গে কথা কইছি। [মহম্মদের প্রস্থান] জাহানারা! মহম্মদের কাছে কী তুমি শুনেছ—আমার জানা প্রয়োজন। ঔরংজেবের প্রতি কোন অন্যায় যদি হয়ে থাকে, তার প্রতিকার অবশ্যই আমি করব। সারা দুনিয়া জানে সাজাহান অবিচারক নয়।

জাহা। দারা, তুমি কত হাজারী মনসবদার?

দারা। চল্লিশ হাজারী।

জাহা। তোমার পুত্র সোলেমান?

দারা। বিশ হাজারী।

জাহা। আর ঔরংজেব—তোমার ভাই—মাত্র পনেরো হাজারী মনসবদার। অর্থাৎ সম্রাট-দরবারে তোমার বালক পুত্রেরও নিম্নে তার স্থান। পিতা, আপনি যদি ঔরংজেবের ওপর সুবিচার না করেন—

সাজা। তবে সে বিদ্রোহ করবে? করছে না কেন?

জাহা। করছে না—কারণ সময় হয়নি!

সাজা। সময় হয়নি?

জাহা। এখনো প্রজারঞ্জক সম্রাট সাজাহান অপ্রতিহত প্রতাপে ময়ূরসিংহাসনে সমাসীন।

সাজা। অর্থাৎ আমার দেহান্ত ঘটলেই—তখন তার বিদ্রোহ সফল হবে বলে তুমি মনে কর?

জাহা। কে তাকে বাধা দেবে?

সাজা। সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি!

জাহা। সে শক্তির অনেকখানি যে ঔরংজেবকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—সে কথা ভুলে যাবেন না পিতা। তার মত সুশিক্ষিত

সেনাপতির সম্মুখে দাড়িয়ে যদি সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করতে হয়—আপনার ঐ আদরে-লালিত বিলাসী দারাকে—যে জীবন কাটিয়েছে দিল্লীব রঙমহলে রূপসী-পরিবেষ্টিত হয়ে—

দারা। সে জন্য কি আমি দায়ী জাহানারা?

জাহা। দায়ী তুমি নও, দায়ী পিতার অপরিমিত বাৎসল্য— একথা সহস্রবার স্বীকার করলেও তোমার ক্রটির স্খালন তাতে হয় না দারা। ক্রোধ ক'রো না ভাই! জানি তুমি সাহসী, উদার, ধর্ম্মপ্রাণ! কিন্তু ঔরংজেবকে শত্রু করে তুলো না ভাই! আমি তোমার হিত কামনা করি, তা তুমি জান। আমার এ পরামর্শ গ্রহণ করলে তোমার মঙ্গলই হবে।

দারা। কি করতে বল তুমি?

জাহা। দাক্ষিণাত্যের শাসন ব্যাপারে তোমরা আর হস্তক্ষেপ ক'রো না। ঔরংজেব সেখানে রয়েছে, তাকে অধীন কর্ম্মচারীর মত না দেখে, তাকে অনুভব করতে দাও যে সে তোমার সমকক্ষ, সাম্রাজ্যের শাসনে সেও একজন তুল্য অংশীদার।

দারা। বেশ ভগ্নি বেশ! ঔরংজেব কতগুলি হীরা এবারে তোমায় পাঠিয়েছে পুত্রের হাত দিয়ে?

জাহা। দারা!—না, কলহ করব না। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর দারা। [প্রস্থান

সাজা। জাহানারা!—অন্যায় বলেছ দারা, অত্যন্ত অন্যায়! যাও—যাও! জাহানারার কাছে ক্ষমা চেয়ে এস, যাও! আর মহম্মদ কোথায় আছে—তাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাও।

দারা। মহম্মদ!

সাজা। হাঁ, হাঁ—মহম্মদ। না, তার সঙ্গে আমার যা আলোচনা হবে, তা এখন শোনবার তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি যাও, জাহানারাব কাছে যাও!

দারা। এ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে ! [প্রস্থান

সাজা। দারা !—ধ্বংস হয় ত হবে, চার পুত্র যখন—তখন হওয়াই সম্ভব !

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। সম্রাট !

সাজা। বল মহম্মদ ! কি চাই তোমার পিতার—অর্থ ?

মহ। না, অর্থ নয়।

সাজা। তবে ?

মহ। গোলকুণ্ডার উজীর মীরজুমলা—যিনি কর্ণাটের করদ রাজা, গোলকুণ্ডার অধীনে—

সাজা। মীরজুমলা ! শুনেছি লোকটা অতি মাত্র ধনী এবং দারুণ শক্তিমান—

মহ। তিনি গোলকুণ্ডার সঙ্গে কলহ করে এখন সম্রাটের শরণাগত।

সাজা। ওঃ—

মহ। পিতার এই আরজি যে সম্রাট মীরজুমলাকে আশ্রয় দিন।

সাজা। তোমার পিতা কত অর্থ পেয়েছেন মীরজুমলার কাছে, এই সুপারিশ করবার জন্য ?

মহ। সম্রাট—

সাজা। যাক্, ও নিয়ে আমি বেশী প্রশ্ন করব না। আমি জাহানারার কথাই মেনে নিচ্ছি—এখন থেকে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে আমি—বেশ বেশ ! মীরজুমলাকে আশ্রয় দিতে আমি স্বীকৃত। গোলকুণ্ডার সুলতানকে আমি পরোয়ানা পাঠাব, মীরজুমলার কেশাগ্র স্পর্শ না করতে।

মহ। আমার পিতার পক্ষ থেকে আমি সম্রাটকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(দারার প্রবেশ)

দারা। বেইমান, বঞ্চক, লম্পট—

সাজা। দারা!

দারা। মীর খলিল এই মাত্র সংবাদ এনেছেন—আমার বাগদত্তা বধূকে অপহরণ করে—সবলে—

সাজা। কে? কে? কার এত স্পর্দ্ধা?

দারা। সেই কাফের, সেই সয়তান, সেই তস্কর ঔরংজেব!

মহ। পিতৃব্য! (অসি তুলিল)

দারা। সয়তানের সন্তান!　　　　(অসি তুলিল)

সাজা। দারা! মহম্মদ! যাও, দুজনেই দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। দুজনেই প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা কর। নইলে পুত্র হ'ক, পৌত্র হ'ক—দুর্ব্বিনীতকে শাস্তি দিতে সাজাহান দ্বিধা করবে না।

(দারা ও মহম্মদ বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল)

ইয়া—খোদা!—হয় না জাহানারা হয় না। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, পিতৃদ্রোহ, এসব মোগলবংশের চিরন্তন অভিসম্পাত!

চতুর্থ দৃশ্য—গোলকুণ্ডা, প্রমোদ কক্ষ।

আবদুল্লা ও সভাসদগণ।

(নর্ত্তকীগণের নৃত্য গীত)

ঢালো ঢালো পিয়ালা ভরে সরাব ঢালো!
চাঁদবদনের রূপজ্যোছনায়, চাঁদনীরাতের রোসনী জ্বালো!
যৌবনকুঞ্জবনে বিহগ গাহে আনমনে—
যে সখি হরিল পরাণ, দেখা কি হবে তার সনে!
শুয়ে বাহু পিধানে, কানে কানে, সে কি বাসবে ভালো!

[নর্ত্তকীর প্রস্থান]

(মুরশিদকুলী খাঁ ও রতনরাওএর প্রবেশ)

রতন। মহিমান্বিত সুলতান! ভারতেশ্বর বাদশাহ সাজাহানের পরম বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান মীর মুরশিদকুলী খাঁ খোরাসানী আপনার সম্মুখে!

আব। মুরশিদকুলী খাঁ? এ আমাদের পরম আনন্দ, মহৎ সম্মান দেওয়ান! (অভিবাদন) সভাসদগণ! (যাইতে ইঙ্গিত)—আসুন, আসন গ্রহণ করুন। [সভাসদগণের প্রস্থান

মুর। স্বাধীন গোলকুণ্ডার বিশ্রুতকীর্ত্তি কুতুবসাহী সুলতানের সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার এই সুযোগ লাভ করে আমি ধন্য। জাঁহাপনা! আমার আগমনের উদ্দেশ্য দুটী। প্রথমতঃ, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বাদশাজাদা ঔরংজেব আমায় পাঠিয়েছেন—মোগল সরকার ও গোলকুণ্ডা সরকারের ভেতরকার আর্থিক সম্পর্ক বর্ত্তমানে যে জটীল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার দ্বারা তার সমাধানে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য। এবং দ্বিতীয়তঃ—

আব। দ্বিতীয়তঃ—

মুর। দুনিয়ায় মহান খোদাতাল্লার জীবন্ত প্রতিনিধি, আমাদের প্রজারঞ্জক সম্রাট সাজাহানের একটী ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে আপনার কাছে।

আব। অনুরোধ কেন? আদেশ বলুন।

মুর। তাঁর অনুরোধ এই যে আপনার উজীর—ইরাণদেশাগত সৈয়দ মহম্মদ মীরজুমলা—যিনি এখন কর্ণাট দেশে নিজ জায়গীরের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত আছেন—

আব। বলুন—

মুর। তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে সদাশয় কুতুবসাহী সুলতান অনুকম্পার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করবেন।

আব। অকস্মাৎ সম্রাট সাজাহান কর্ণাটবাসী মীরজুমলার উপর আমার অনুকম্পা আকর্ষণ করবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন কেন—তা ত আমার বুদ্ধির অগম্য দেওয়ান! (মুরশিদকুলি নীরব) আপনি নীরব দেওয়ান? তাহলে কি আমায় এই বুঝতে হবে যে, প্রভুদ্রোহী ঐ উজীরের প্রতি অহেতুক অনুকম্পাবশে সম্রাট তাঁর মিত্ররাজ্যের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত ক্ষুণ্ণ করতেও প্রস্তুত?

মুর। ক্ষুদ্র ব্যক্তি ঐ মীরজুমলা। তাকে উপলক্ষ্য করে মোগল দরবারের সঙ্গে হৃদ্যতা ক্ষুণ্ণ করবেন কেন জনাব?

আব। মীরজুমলা ক্ষুদ্র—আপনাদের দৃষ্টিতে মুরশিদকুলী খাঁ। গোলকুণ্ডার নয়নে মীরজুমলা অতিকায় দানব। তার লালসার বিপুল গ্রাসে গোলকুণ্ডার অস্তিত্বই বিলীনপ্রায়। শুনুন দেওয়ান, মীরজুমলা সপরিজনে দিল্লী বা ঔরঙ্গাবাদে চলে যাক, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে যেতে হবে এক বস্ত্রে। গোলকুণ্ডা থেকে উপার্জ্জিত——উপার্জ্জিতই বা বলছি কেন,—লুণ্ঠিত বিশমণ হীরক, আর গোলকুণ্ডার মুখ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ঐ কর্ণাটের রাজ্যাধিকার তাকে গোলকুণ্ডাতেই রেখে যেতে হবে।

মুর। এ সর্ত্তে মীমাংসা সম্ভবপর হবে না সুল্‌তান!

আব। না যদি হয়, মহম্মদ আমীন থাকবে কারাগারে, মীরজুমলা গোলকুণ্ডা-সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হবে কর্ণাটে!

মুর। মহম্মদ আমীন? মীরজুমলার পুত্র কারাগারে?

আব। হাঁ! ক্ষণপূর্ব্বে সে সুরামত্ত হয়ে সুলতানী দরবারের মর্য্যাদাহানি করেছিল। তারই দণ্ডস্বরূপ—

মুর। তাকে মুক্ত করুন সুলতান!—আমার অনুনয়! নতুবা সম্রাট—

আব। সম্রাটের উপর আমার কি কোন দাবী দাওয়া নেই?

মুর। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম সুলতান!—এখন আসুন, রাজস্ব সংক্রান্ত কথার আলোচনা করা যাক!

আব। আলোচনার প্রয়োজন বিশেষ নেই। আমি জানি কয়েক বৎসরের বার্ষিক কর গোলকুণ্ডা সরকার ঔরঙ্গাবাদে প্রেরণ করতে পারেনি। করতে এই মুহূর্ত্তেই পারে—যদি মীরজুমলার করায়ত্ত ঐ বিশমণ হীরক গোলকুণ্ডা সরকারের অধিকারে আনতে সুবেদার ঔরংজেব আমায় সাহায্য করেন!

মুর। এরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা—সম্রাটের মীরজুমলা-সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে—

আব। অন্যায়?

মুর। বাতুলতা!

আব। কিন্তু আপনি কর চান?

মুর। জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন!

আব। না পেলে যুদ্ধ?

মুর। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আব। মনসবদার রতনরাও!, যাও, মহম্মদ আমিনের গৃহ লুণ্ঠন করে হায়দ্রাবাদ গোলকুণ্ডায় অবস্থিত তার ও তার পিতার সমগ্র সম্পত্তি বিক্রয় করে, যত অর্থ সংগ্রহ হয়, অবিলম্বে এনে মুরশিদকুলী খাঁর হস্তে অর্পণ কর।

মুর। সুলতান! সুলতান!

আব। আপনি কর চান না?

মুর। চাই—কিন্তু এ ভাবে—

আব। এ ভাবে আমি যদি অর্থ সংগ্রহ করি—

মুর। এতেও যুদ্ধ হবে!

আব। তাহলে যে পথেই যাই, যুদ্ধ অনিবার্য্য? বেশ! যুদ্ধই যখন অনিবার্য্য, তখন মীরজুমলার গৃহ লুণ্ঠন কর রতন রাও! তাতে লাভ

হবে অন্ততঃ এইটুকু আত্মপ্রসাদ যে বিশ্বাসঘাতকের কথঞ্চিৎ শাস্তিবিধান করতে পেরেছি !

(মঞ্চ অন্ধকার হইল, ঐ অন্ধকারের মধ্যে মুরশিদকুলী রতনরাও-এর প্রস্থান এবং রঘুনাথ পন্থের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ পুনঃ আলোকিত হইল।)

রঘু। স্থলতান !

আব। কে তুমি ? কে তুমি ?

রঘু। অকারণ চমকে উঠছেন স্থলতান ! আমি গুপ্তহন্তাও নই, মোগলের চরও নই, নির্ব্বিরোধী মারাঠী মাত্র। আপনার এই আসন্ন সঙ্কটে মহান শিবাজীর শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করবার জন্যই আপনার রাজধানীতে আমার আগমন। আর কোন উদ্দেশ্যই নাই আমার।

আব। শিবাজীর শুভ ইচ্ছা ! কঙ্কণ-নিবাসী সেই বীরকুলমণি শিবাজী ? তিনি কোথায় ? কোথায় গেলে আমার দূত অচিরে শিবাজী রাজার সাক্ষাৎ পেতে পারে,—তাই বলুন আমায় !

রঘু। বেশী দূর নয় স্থলতান ! আপনার রাজ্য-সীমান্তেই অবস্থান করছেন মহান শিবাজী। মহারণ্যের মাঝখানে নিভৃতে অবস্থিত সেই মারাঠা শিবির—সেখানে দূত যদি প্রেরণ করতে চান—আমার সঙ্গেই পাঠান। তা না হলে সে শিবির খুঁজে পাবে না, আপনার দূত।

আব। না—দূত নয়। শিবাজী যখন এত কাছে, তখন আমি নিজেই যাব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করুন, আমি যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এখনই আসছি। [প্রস্থান

(রতন রাওএর প্রবেশ)

রতন। জাঁহাপনা ! লুণ্ঠন করেছি মীরজুমলার গৃহ। কই,—কোথায় স্থলতান ? একি ? তুমি না সেই দস্যুর সহচর ? হ্যাঁ, তুমি সেই ! পরম শত্রু তুমি গোলকুণ্ডার ! তোমার স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখে বিস্মিত

হচ্ছি আমি। কি সাহসে এখানে তুমি এলে? আয়ত্তে পেয়ে তোমায় যদি এখনি শৃঙ্খলিত করি?

রঘু। সে তুমি পারবে না বীর! তোমার প্রভু স্বয়ং সুলতানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে।

রতন। সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্ব?

রঘু। প্রত্যয় না হয়, ক্ষণেক অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে যে আমি সুলতানকে নিয়ে মৃগয়ায় যাচ্ছি।

রতন। মৃগয়ায়!

রঘু। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও এস না আমাদের সঙ্গে! যাবে?

রতন। সুলতান মৃগয়ায় যাচ্ছেন? এই দুঃসময়ে? কিন্তু না,—আমি মৃগয়ায় যাব না। মৃগয়ায় আমি কখনো যাই না,—মৃগয়া আমার চক্ষুশূল!

রঘু। মৃগয়া চক্ষুশূল! বল কি বন্ধু? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বীর এবং সৈনিকদের প্রিয় ব্যসনই হল মৃগয়া!

রতন। তা হোক! মৃগয়া—মৃগয়া! একবার মৃগয়ায় গিয়ে আমি যে রত্ন হারিয়েছি—আমার ছোট্ট বোনটি—আমার ছোট্ট বোনটি—

রঘু। মৃগয়ায় গিয়ে ভগ্নীকে হারিয়েছিলে? কিরূপে বন্ধু?

রতন। আমার বয়স তখন দশ, ভগ্নী আমার পাঁচ বৎসরের বালিকা। দাসদাসীদের কাছে তাকে রেখে পিতা আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন মৃগয়ায়। ফিরে যখন এলাম আমরা, সে আর নেই! সবাই বললে, দস্যুতে অপহরণ করেছে তাকে।

রঘু। সে কি!

রতন। পন্থজি! পন্থজি! অতি সামান্য পরিচয় তোমার সঙ্গে, গোলকুণ্ডার তুমি শত্রু কি মিত্র জানি না, তবু—নানাস্থানে বিচরণ করে থাক তুমি,—যদি যমুনা নামে কোন বালিকাকে কোথাও দেখতে পাও,—পিতৃহীনা, মাতৃহীনা; দীনা, অভাগিনী,—

রঘু। যমুনা—যমুনা ?

রতন। চমকে উঠলে কেন পন্থজি ! দেখেছ—দেখেছ এমন কোন অভাগিনীকে ?

রঘু। না বন্ধু ! যমুনা নামে কোন বালিকাকে আমি দেখিনি কোথাও। কিন্তু এক পুরুষকে আমি দেখেছি ভাই, তিনিও তোমারই মত দীর্ঘ দিন ধরে দেশে দেশে অন্বেষণ করে ফিরছেন—এক হারানো বালিকাকে। নাম তার যমুনা !

রতন। সে কি ! কে সে পুরুষ !

রঘু। সে পুরুষ ? সে পুরুষ—মারাঠা শিবাজী !

রতন। শিবাজী ? মারাঠা শিবাজী ?

পঞ্চম দৃশ্য—ঔরঙ্গাবাদ প্রাসাদ।

(ঔরংজেব পাদচারণ করিতেছিলেন)

(নবাববাই প্রবেশ করিলেন)

নবাব। সাজাদা ! মহম্মদকে গোলকুণ্ডা-যুদ্ধে না পাঠা'লেই কি নয় ?

ঔরং। বেগম !

নবাব। মহম্মদ বালক !

ঔরং। তাই তাকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে রাজপুতানীর ভয় ?

নবাব। ধর্ম্মযুদ্ধ হলে রাজপুতানী ভয় পেত না স্বামী !

ঔরং। ওঃ, তুমি তাহলে এতদিন মোগল সাজাদাকে লালন করে এসেছ—রাজপুতের আদর্শ সম্মুখে রেখে ?

নবাব। রাজপুত আদর্শ?

ঔরং। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বসে ধর্ম্মের মুখ পানে তাকিয়ে থাকা?

নবাব। সেটা বুঝি অন্যায়?

ঔরং। তোমরা রাজপুতেরা যাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বল, সে জিনিসটা সোণার পাথর বাটি ভিন্ন আর কিছু নয়। যুদ্ধ,—অর্থ—সঙ্ঘবদ্ধ হত্যার আয়োজন। হত্যার শ্রেণী বিভাগ আমি বুঝি না বেগম। ধর্ম্মপথে হত্যাও হত্যা; অধর্ম্ম পথে হত্যাও তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু নয়।

নবাব। তবু—

ঔরং। তবু,—হাঁ, ধর্ম্মযুদ্ধ কথঞ্চিৎ তাকেই বলা যেতে পারে—এবং, আমরা তুর্কীরা বলে থাকি, যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে মহৎ,—যেমন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধ,—কোন দেশের কুশাসনের অবসান ঘটাবার জন্য যুদ্ধ, কোন অত্যাচারিতের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ। এ দিক দিয়ে আমার গোলকুণ্ডায় যুদ্ধও ধর্ম্মযুদ্ধ। এখন সে যুদ্ধ চালাবার জন্য যদি সহস্র অধর্ম্ম—

নবাব। অর্থাৎ সে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেও তা নিন্দনীয় নয়? কুতুবশাহী সুলতানকে কৌশলে যদি হত্যা করা যায়, যুদ্ধের নামে—

ঔরং। বেগম নবাব বাই! রজনী দ্বিপ্রহর অতীত।—প্রত্যূষেই আবার গোলকুণ্ডা অভিমুখে মোগলবাহিনীর শুভযাত্রাক্ষণে আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন হবে। আমায় বিশ্রামের অবসর দাও একটু। হাঁ, তোমার পুত্র সম্বন্ধে আমার এই শেষকথা শুনে যাও নবাব বাই,—যুদ্ধের নায়কত্ব গ্রহণ করে সে যদি যুদ্ধ-পরিচালকের—অর্থাৎ আমার ইচ্ছানুসারে চলতে পারবে না বলে তার মনে হয়, তবে সে নায়কত্ব তার গ্রহণ না করাই উচিৎ। (নবাববাই-এর প্রস্থান) ক্লান্ত—ক্লান্ত—অথচ বহুকার্য্য এখনও—(উপবেশন করিলেন এবং নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি

শোনা গেল) এরই নাম মোগলের হারেম ! সিংহদ্বারের বাইরে যুদ্ধ, ভিতরে প্রমোদ উৎসব ! কে গায় এত রাত্রে ? আমার মন্ত্রণাকক্ষের এত সন্নিকটে ? আঃ সুস্বর—ঔরংজেবও একটা তৃপ্তি অনুভব করছে।

(হীরাবাই প্রবেশ করিল)

তুমি ?

হীরা। হাঁ, আমি !

ঔরং। এখানে ?

হীরা। যেখানে তোমার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম বাসরসজ্জা পেতে, সেখানে ত গেলে না তুমি !

ঔরং। আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু সময় পাইনি হীরাবাই !

হীরা। এখনও কি সময়ের অভাব ? রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত !

ঔরং। সুলতান মহম্মদের সৈনাপত্যের সনদ এখনও সই মোহর করা হয়নি !

হীরা। কর !

ঔরং। ততক্ষণ তুমি—

হীরা। এতক্ষণ প্রতীক্ষা করেছি, আরও একটু করব !

ঔরং। এখানেই ?

হীরা। দোষ আছে ?

ঔরং। না, দোষ আর এমন কি ! রাত্রি গভীর, এক মুরশিদ কুলি আর প্রহরীরা ভিন্ন এ মহলে বোধ হয় কেউ এখন জেগে নেই। বসো তুমি পিয়ারী—আমি সই মোহরটা সেরে আসি, তারপর তোমার প্রমোদ কক্ষে যাব।　　　[প্রস্থান

হীরাবাইয়ের গীত।

ক্লান্ত বাঁশীর সুর কেঁদে কেঁদে কয়—
হেথা নয়, হেথা নয়—পথ আরও বহু দূর !
চল-চঞ্চলা ঝরণাধারা ঝরঝরি বয়ে যায়,
নভো-অঙ্গনে হংস-মিথুন উড়ে যায় কোন্ ভায় !
বেঁধো না ক' ঘর, চল চল, কি বেদনে আঁখি ছল ছল,
চল স্বপন-অলকাপুর, পথ আরও বহু দূর !

(গীতান্তে সন্তর্পনে মীরখলিল প্রবেশ করিয়া হীরাবাইয়ের মুখ বন্ধন করিল)

হীরা। কে ?—

নেপথ্যে মুরশিদ কুলি। সাজাদা ! সনদটা সই করা হয়েছে ?

(মুরশিদকুলির প্রবেশ)

মুর। কে ? কে তুই কুক্কুর ? আল্লার নাম কর ! (গুলি করিলেন)

(ঔরংজেব প্রবেশ করিলেন)

ঔরং। দাঁড়াও ! এ সব কি মীর সাহেব ?

মীর। এ দারার প্রতিহিংসা !

ঔরং। হুঁ ! আপনি এখানে প্রবেশ করলেন কিরূপে ?

মীর। দারার স্বর্ণের প্রভাবে। তোমার প্রাসাদের অর্দ্ধেক প্রহরী ও কর্ম্মচারী দারার গুপ্তচর। আমায় তুমি হত্যা করতে পার, কিন্তু তাতে তোমার বেগম নিরাপদ হবে না। দারা নিজের বাগদত্তাকে উদ্ধার করবার জন্য সাম্রাজ্য পণ করবে।

মুর। এর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন সাজাদা, এই মূহুর্ত্তে।

ঔরং। না, দেওয়ান, একে মুক্ত কর !

মুর। মুক্ত ? দারা সেকোর ভয়ে ?

ঔরং। না, তা নয় বন্ধু ! এ ক্ষুদ্র জীব, আমার প্রতিহিংসা তোলা রইল এর প্রভুর জন্য ! মোগলের সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর জন্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

হয়েছে দারায় ও ঔরংজেবে। দারার ধ্বংসের জন্য মীরথলিলের মৃত্যু মোটেই আবশ্যক নয় দেওয়ান!

মুর। দারার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যখন আসন্ন ও অনিবার্য্য, তখন সজ্জিত সৈন্য উত্তরাপথেই অভিযান করুক সাজাদা! গোলকুণ্ডা যুদ্ধে আমরা নিরর্থক শক্তি ক্ষয় করি কেন?

ঔরং। শক্তি ক্ষয় দেওয়ান? শক্তি বৃদ্ধি বল! করায়ত্ত গোলকুণ্ডা হীরকে ও স্বর্ণে করবে ঔরংজেবের ভাণ্ডার পূর্ণ। সাম্রাজ্যের জন্য মহাযুদ্ধ জয় করতে হলে জনবলের চেয়ে অর্থবলের প্রয়োজন কম হবে না বন্ধু!—রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়! হীরাবাই, এস আমার সঙ্গে—বাসর শয়নে তোমার প্রণয়কূজন শোনবার অবসর আজ আর আমার হ'ল না প্রেয়সি,—কিন্তু তার চেয়েও যা ঔরংজেবের কানে মধুরতর শোনাবে,—সেই সঙ্গীত আজ তোমারই ফুল্লরক্ত ওষ্ঠপুট হতে নিষ্ক্রান্ত হোক!—হে আমার সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, এই ভেরী গ্রহণ কর, ঔরংজেবের চতুরঙ্গ বিজয়-বাহিনীকে আহ্বান কর—গোলকুণ্ডা অভিযানে!

(ঔরংজেব হীরাবাইকে ভেরী প্রদান করিলেন। হীরাবাই ভেরী বাজাইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোলকুণ্ডা সীমান্তে—পার্ব্বত্য প্রদেশ।

শিবাজীর শিবির

শিবাজী ভবানী পূজায় রত।

(মাওয়ালী সৈনিকগণ দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন গীতকণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিতেছে)

"নমোস্তুতে মহাবিদ্যে অজিতে তেজোগামিনি।
সাংখ্যযোগোদ্ভবে বীরে বরদে দেবপূজিতে ॥
ত্বং গতি সর্ব্বভূতানাং অব্যক্ত-ব্যক্তরূপিনী।
কালরাত্রি মহারাত্রি কালক্ষয়করি ধ্রুবা ॥
নমোস্তুতে মহাভাগে মম ধ্যানাৎ বিনিঃসৃতে।
সূর্য্যকোটীসহস্রাভে অগ্নিজ্বালাসমপ্রভে ॥
জ্বলিতোল্কামুখীজ্বালা জ্বলিতার্চ্চির্মহাদ্যুতি।
জ্বালাভরণদীপ্তাঙ্গী জ্বালাজ্বলিতলোচনা ॥

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। পন্থ রঘুনাথ—সঙ্গে এক অজ্ঞাত পুরুষ—মনে হয় মুসলমান।

শিবা। মুসলমান?—কিন্তু ক্ষতি কি? পন্থ রঘুনাথ অসতর্ক ব্যক্তি নন। অবাঞ্ছিত কাউকে আমাদের শিবিরে কখনই তিনি আনয়ন করবেন না! তুমি নিয়ে এস তাঁদের।

(সৈনিকের প্রস্থান ও রঘুনাথসহ আবদুল্লার প্রবেশ)

স্বাগত পন্থজী !
কাহারে আনিলে এই অরণ্য আবাসে ?
সুন্দর·সুবেশ বপু—মনে লয় যেন
রাজাসন তেয়াগিয়া নৃপতি কেহ-বা
বিজন বনের মাঝে দিলা দরশন—
বনচর মারাঠারে কৃতার্থ করিতে !

রঘু। নরেশ্বর ! পরিচয় করি নিবেদন—
গোলকুণ্ডা-অধীশ্বর সম্মুখে তোমার,
সুলতান কুতুবশাহী বিদিত ভারতে !

শিবা। ধন্য আমি, সেই সাথে বিপন্ন বিশেষ—
তৃণাসনে সুলতানে বসাই কেমনে ?
হে মহান গোলকুণ্ডাপতি,
দীন মারাঠার দৈন্য করিয়া মার্জ্জনা
আতিথ্যের অর্ঘ্য লহ এ বনভবনে !

আব। হে সজ্জন ! মিষ্টভাষে পরিতুষ্ট আমি !
আসিনি বিলাস আশে রাজধানী ত্যজি !
কহি শুন মম সমাচার—
মুঘলের রোষদৃষ্টি অশনি সম্পাত—
আসন্ন আমার রাজ্যে।
চতুরঙ্গদলে
সাজিছে ঔরঙ্গজেব আক্রমিতে মোরে।
এ সঙ্কটে না হেরি নিস্তার।
সৈন্যবল অপ্রতুল মম,
মুঘল সমরে তারা উড়িবে ফুৎকারে।
কেমনে পাইবে রক্ষা গোলকুণ্ডা মোর ?

কীর্ত্তিত দক্ষিণাপথে প্রতিভা তোমার,
সমরে পণ্ডিত তুমি নবীন যৌবনে,
পরাক্রান্ত বিজাপুরে বিদ্রাবিত করি
একে একে গিরিদুর্গ জিনিয়া কতেক,
আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছ বীর !
হে শিবাজী ! দাক্ষিণাত্য-রবি !
দেহ মোরে এ সঙ্কটে শুভযুক্তি কিছু—
কেমনে মুঘলরণে পাইব নিষ্কৃতি।

শিবা। হে সুলতান ! শুনাইলে বারতা দারুণ।
মুঘলের আক্রমণ গোলকুণ্ডাপরে—
আসমুদ্রবিন্ধ্য সারা দাক্ষিণাত্য মাঝে
জাগাইবে বিভীষিকা প্রদেশে প্রদেশে।
অসম্ভব তার সনে সম্মুখ সমর।
সমুদ্রতরঙ্গ সম অনন্ত বাহিনী,
দুর্ম্মদ সেনানীচয় সমরে নিপুণ,
তার সাথে বহ্নিবর্ষী কামান নিচয়—
আঁখির পলকে তারা করিবে শ্মশান
সুন্দরী সে গোলকুণ্ডা স্বদেশ তোমার।
শান্তি—সন্ধি—সন্ধি বিনা না নেহারি পথ।

রঘু। সন্ধি ভিক্ষা বৃথা হবে মুঘলের পাশে।
লোভী সে ঔরঙ্গজেব চাহে গ্রাসিবারে
কোহিনূর-প্রসবিনী, গোলকুণ্ডা ভূমি।

শিবা। জানি সে ঔরঙ্গজেবে ভাল মতে মোরা—
তার কাছে শান্তি-আশা মায়া মরীচিকা।
শুন কহি গোলকুণ্ডাপতি !

আছে কেহ নির্ভীক সৈনিক—
স্বদেশের মুখ চাহি
অবহেলে মৃত্যুমুখে পারে ঝাঁপ দিতে ?
থাকে যদি, বায়ুগতি তুরঙ্গ সাজায়ে—
দিল্লী—দিল্লী—দিল্লীপানে প্রের' সেই জনে।
হয়ত লুটিবে তার ছিন্নশির সেথা,
হয়ত-বা, ভাগ্য যদি না হয় বিরূপ—
সন্ধি-আজ্ঞা সাথে লয়ে ফিরিবে সে দেশে।
ন্যায়নিষ্ঠা-দম্ভ কিছু করে সাজাহান—
কার্য্যোদ্ধার নহে অসম্ভব,
তোষামোদে দক্ষ যদি হয় তব দূত।

আব। সাজাহান! সাজাহান!—সত্য কহিয়াছ!
কিন্তু দিল্লী—দীর্ঘপথ বিপদ সঙ্কুল—
প্রেরিব কাহারে!
—রত্নরাও বিনা কারে না করি প্রত্যয়—
ধন্যবাদ লহ মোর হে বীর শিবাজী,
যদি বাঁচে ভাগ্যহীন স্বদেশ আমার,
বাঁচিবে সে একমাত্র তব যুক্তি বলে।
—পাইব কি শিবাজীর সাহায্য সমরে
যতদিন নাহি আসে শান্তির আদেশ ?

শিবা। আপন অস্তিত্ব লাগি বিব্রত মারাঠা—
প্রত্যক্ষ সমরে নারি অবতীর্ণ হতে।
অন্তরালে প্রতিবিন্দু হৃদয়-শোণিত
সিঞ্চিবে মারাঠা তব কল্যাণের তরে।
দিনু ভার পন্থ রঘুনাথে
যথাশক্তি কার্য্য তব করিবে সাধন।

আব। ধন্যবাদ লহ নররায়,
যাব এবে গোলকুণ্ডা ফিরে।

শিবা। তার পূর্ব্বে হে পন্থজী !
রাজ অতিথিরে শিবিরে লইয়া মোর
যথাযোগ্য কর আপ্যায়ন।

রঘু। হে স্থলতান ! এই ভিতে কর পদার্পণ !

(আবদুল্লা ও রঘুনাথ প্রস্থানোদ্যত, এবং শ্যামাজীর প্রবেশ।)

শ্যামাজী। গোলকুণ্ডা হতে আসিয়াছে দূত
বার্ত্তা লয়ে স্থলতানের পাশে।

আব। দূত অকস্মাৎ ! না জানি কি বার্ত্তা গুরুতর,—
হে শিবাজী ! দেহ আজ্ঞা আনিতে দূতেরে।

(শিবাজীর ইঙ্গিতে শ্যামাজীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ)

রহমান ! কিবা সমাচার ?

রহমান। জাঁহাপনা ! মোগল দূতের পত্র—(পত্র প্রদান)

আব। মোগলের দূত ! (পত্র পাঠ) আশ্চর্য্য সংবাদ !
হে শিবাজী ! ভাগ্য মোরে অতীব সদয়,
ঔরঙ্গজেবের পুত্র বীর মহম্মদ,
সন্ধি-আলোচনা তরে আহ্বানিলা মোরে—
যাইব এখনি,
নিকটে পর্ব্বত পরে শিবির তাহার।
বিদায় শিবাজী রাজা,
সন্ধি আলোচনা তরে মুঘল শিবিরে !

শিবা। সন্ধি আলোচনা ? মুঘল শিবিরে আবাহন ?
চতুরঙ্গ বাহিনীর পুরোভাগ হতে,
অকস্মাৎ মুঘল সাজাদা

শক্তিহীন গোলকুণ্ডা-নৃপতির পানে
বন্ধুসম বাহু প্রসারিল ?
ক্ষমা কর গোলকুণ্ডাপতি,
সন্দিগ্ধ অন্তর মোর,
হেন উদারতা
মুঘলের ইতিহাসে অতীব বিরল।
হয় ত বা—হয় ত বা—

আব। হয় ত বা ? না—না, একি কথা কহ বন্ধু তুমি !
অকারণ সন্দেহ তোমার।
দয়া ত তারেই শোভে, শক্তি আছে যার !
সন্ধির আশ্বাস যবে
লভিয়াছি মুঘলের পাশে,
হীন সন্দেহের বশে কম্পিত হইয়া
সে সুযোগ কভু না হারাব।

শিবা। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা কে করিবে রোধ,
পারি শুধু সতর্ক করিতে।
কহি পুনর্ব্বার, মম অনুমান
হেথা মহম্মদ কিংবা ঔরংজেব পাশে
সন্ধি-আকিঞ্চন হবে একান্ত বিফল।
এখনো সময় আছে,
কর দূত দিল্লীতে প্রেরণ।

আব। অবশ্য পাঠাব, যদি ব্যর্থ হই হেথা।
বিদায় এখন বন্ধু ! চল রহমান—

[আবদুল্লা ও রহমানের প্রস্থান

শিবা। পন্থ রঘুনাথ ! এই দণ্ডে
গোলকুণ্ডা স্থলতানের হও অনুগামী।
মনে লয়,
আসন্ন বিপত্তি ঘোর মূর্খ স্থলতানের।
তুমি যাও, কর প্রাণপণ,
মুঘল কবল হতে বাঁচাতে তাহারে।

রঘু। যথা আজ্ঞা, প্রভু! [প্রস্থান

শিবা। বন্ধুগণ, মায়ের পূজায় বিঘ্ন হল সংঘটন।
এস পূজা করি সমাপন—
নমোঽস্তুতে শতবক্ত্রে সহস্রচরণেক্ষণে।
চতুর্দ্দংষ্ট্রে মহাজিহ্বে হিমবচ্ছিখরালয়ে ॥
শ্মশানে বসসে নিত্যং প্রদীপ্তচিতিসঙ্কুলে।
কপালহস্তা খট্টাঙ্গী সর্ব্বলোকভয়াবহা ॥
ধূমকেতু মহাহাসা কৃতমেব যুগক্ষয়ে।
ধূম্রবর্ত্তী তথা জ্বালা অঙ্গারিণ্যাস্তথোচ্যসে ॥
বেতালী ব্রহ্মবেতালী মহাবেতালীরেব চ।
বিদ্যারাজ্ঞী বরাঙ্গী চ তথা মাহেশ্বরী মাতা ॥
ত্বং দেবি সর্ব্বভূতানাং হৃদি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রাহি ত্রাহি স্থরান্ সর্ব্বান্ দৈত্যভূতান্ সমানুযান্ ॥

(সকলে প্রণাম করিল)

(শ্যামাজীর প্রবেশ)

শ্যামাজী। মহারাজ ! মহারাজ !

শিবা। কে ? শ্যামাজী ?

শ্যামাজী। মুঘল শিবির ওই পর্ব্বতশিখরে,
সেথা হতে শুনি প্রভু উচ্চ কোলাহল।

শিবা। উচ্চ কোলাহল মুঘল শিবির হতে ?
পন্থজী ! পন্থজী কোথা ? পন্থ রঘুনাথ ?

(আহত রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘু। এসেছি, এসেছি আমি—হে বীর শিবাজী !
আশঙ্কা তোমার সত্য—
বর্ণে বর্ণে হয়েছে প্রমাণ।

শিবা। এ কি ! আহত পন্থজী !

রঘু। সন্ধি আলোচনা তরে,
গোলকুণ্ডা সুলতানেরে লইয়া শিবিরে,
সাহাজাদা মহম্মদ হানিল কৃপাণ
সুলতানের শির লক্ষ্য করি।
নিবারিনু সে আঘাত অস্ত্রে আপনার।
পলায়ন করিল সুলতান,
দুর্গম অরণ্যপথে গোলকুণ্ডা পানে।

শিবা। যা ভেবেছি ঠিক তাই।
ছলনার গুপ্ত পথে
চিরদিন আনাগোনা
মুঘলের বিজয়লক্ষ্মীর !
এত শঠ, বিশ্বাসঘাতক !
আমন্ত্রিত অতিথির শির লক্ষ্য করি
ঘাতকের খড়্গ তোলে যেই নরাধম—
না, না—আর ক্ষমা নয়—
রাজাসনে বসি করে তস্কর আচার,
ক্ষমা কিংবা শিষ্ট ব্যবহার
তার তরে নহে রঘুনাথ !

কঠিন আঘাত কর এবার মুঘলে,
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি জাগুক তাহার—
মুঘলের স্বেচ্ছাচার ভারতের বুকে,
নতশিরে দীন নেত্রে
এ ভারত আর না সহিবে।

রঘু। যথা আজ্ঞা,
এই দণ্ডে আক্রমণ করিব মুঘলে।

শিবা। লহ বীর ভবানীর আশীষ মস্তকে!
অযুত মাওয়ালী অশ্ব ঝটিকার বেগে
ঝাঁপায়ে পড়ুক ত্বরা শত্রুর মাঝারে।
মুঘলের শক্তি মহীরুহ
আজি এই দাক্ষিণাত্য বনানীর মাঝে
উৎপাটিত হউক সমূলে।
ধ্বংস কর অরি, তূর্য্যধ্বনি করি
জগতে প্রচার কর এ শুভ বারতা—
মুঘল দলন তরে জেগেছে মারাঠা।

রঘু। জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী!
জয় মা ভবানী! (বহুকণ্ঠে "জয় মা ভবানী")

শিবা। গোলকুণ্ডা! গোলকুণ্ডা!
সুনিশ্চয় স্বাধীনতা রক্ষিব তাহার।
বিজাপুরে এই দণ্ডে পাঠাইব দূত,
এ সময়ে সাহায্য করিতে। (নেপথ্যে কোলাহল ও আর্ত্তনাদ)
বহুকণ্ঠে কোলাহল! একি আর্ত্তনাদ!
বিজন অরণ্যে কারা করে হাহাকার
শিবাজীর শিবির দুয়ারে?

(মালোজী ও শরণার্থীগণের প্রবেশ)

মালোজী। মহারাজ! মুঘলের আক্রমণে
ভীত ত্রস্ত শরণার্থী গোলকুণ্ডাবাসী
মহারণ্যে নিয়েছে আশ্রয়।

শিবা। ভীত ত্রস্ত? শরণার্থী?

জনৈক শরণার্থী। নরেশ্বর! মুঘলের ভয়ে আজি কম্পিত হৃদয়!
হিন্দুর জীবন, ধর্ম্ম, নারীর সম্ভ্রম
মুঘল খেলার বস্তু গণে চিরদিন,
তাই শুনি মুঘলের আক্রমণ কথা
ত্রাসে কম্পমান,
দলে দলে বনভূমে লয়েছি আশ্রয়।

শিবা। শত্রুভয়ে গৃহ ত্যজি এসেছ কাননে!

শরণার্থী। কি করি উপায় প্রভু!
খাদ্যবিত্ত পৃষ্ঠে লয়ে,
সঙ্গে লয়ে আত্ম পরিজন,
সাশ্রুনেত্রে বাস্তুহারা কৃষক শ্রমিক
ধেয়ে এনু নিরুদ্দেশ সুদূরের পথে—
বাঁচাইতে প্রাণমান মর্য্যাদা নারীর।
হে শিবাজী, হিন্দুকুল রবি!
দুর্গত আমরা প্রভু, প্রদান' আশ্রয়!

শিবা। আশ্রয়! আশ্রয়!
নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে সম্মুখে দাঁড়ায়ে
নিজে ওই জাগ্রতা ভবানী
মহাকালী লক লক মেলিছে রসনা!
ওরে হীন হিন্দুকুলগ্লানি,

বিনা প্রতিবাদে অরাতির ভয়ে
স্বর্গাদপি গরীয়সী
জন্মভূমি করিয়াছ ত্যাগ ?
তোমা-সম অপদার্থ গণে
শিবাজী আশ্রয় দেবে
খড়্গাঘাতে রক্তনেত্রা ভবানীর পায় !
হত্যা ! হত্যা !

(মাওয়ালী সৈনিকগণের প্রবেশ ও আক্রমণ করিতে উদ্যত

শরণার্থীগণ। রক্ষা কর, ক্ষমা কর প্রভু !

(শিবাজী সৈনিকগণকে নিরস্ত করিলেন)

শিবা। ভয় নাই, ওঠ সবে, তোমরা আমার ভাই—
ভ্রাতৃবধ করিতে কি পারি !
যাও, নিজগৃহে ফিরে যাও দুর্ব্বলহৃদয় !

শরণার্থী। ফিরে যাব ? নাহি জান কি সে নিপীড়ন !

শিবা। নিপীড়ন ? কার সাধ্য করে নিপীড়ন ?
শোন সবে যাত্রাকালে আদেশ আমার—
জনম লভেছ যেই বাস্তুর মাঝারে,
তারি মাঝে আমরণ স্থির রহ সবে !
আসে যদি নিপীড়ন, কর প্রতিরোধ,
আগে মার, তারপরে মর তুমি নিজে।
আততায়ী এসে যেন না পারে তোমারে
ছাগসম যূপকাষ্ঠে করিতে ছেদন।
শার্দ্দুল বিক্রমে তারে কর আক্রমণ,
দংষ্ট্রানখরের ঘায় শত্রুর শোণিতে
বাস্তুর বালুকাকণা সিঞ্চিত করিয়া

তারপর—হলে প্রয়োজন—
হাসিমুখে বীরমৃত্যু করিও বরণ !

শরণার্থী। নিরীহ কৃষক, আর শ্রমিক আমরা
অস্ত্র কোথা পাব ?

শিবা। আমি অস্ত্র দিব ভারে ভারে,
জনে জনে অবিলম্বে
অসি ভল্ল করিব প্রেরণ !

শরণার্থী। জয় মহারাজ শিবাজীর জয় ! [শরণার্থীগণের প্রস্থান

(শ্যামাজীর প্রবেশ)

শ্যামাজী। মহারাজ ! মহারাজ !

শিবা। কে ?

শ্যামাজী। এইমাত্র আসিয়াছি রণস্থল হতে।

শিবা। রণস্থল হতে ? কি তব সংবাদ ?

শ্যামাজী। সুলতান মহম্মদ সর্ব্ব সেনা লয়ে
দ্রুত হ'ল ধাবমান গোলকুণ্ডা পানে।
পশ্চাতে পড়িয়াছিল মুঘল শিবির,
অত্যল্প প্রহরী ছিল শিবির রক্ষায় !
সে শিবির বিধ্বস্ত করেছি !
শিবিরে যাহারা ছিল নারী ও পুরুষ—
এনেছি করিয়া বন্দী শিবাজীর পাশে।

শিবা। নারী ও পুরুষ ? নারী ?

শ্যামাজী। আছিলা যুগল নারী শিবির মাঝারে—
রূপে আর রত্ন আভরণে
মনে লয় সাহাজাদী অথবা বেগম !
বহু অর্থ দিতে হবে ঔরঙ্গজেবের
উহাদের মুক্তি পণ রূপে।

শিবা। বাঃ বাঃ চমৎকার ! বহু অর্থ অর্জ্জনের পথ,
দেখায়ে দিয়েছ বন্ধু ! বহু অর্থ অর্জ্জনের পথ !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর—
দিব তোমা যোগ্য পুরস্কার !
কিন্তু—তার পূর্ব্বে মালোজী ! মালোজী—

(মালোজীর প্রবেশ)

কোথা সেই বন্দিনী দুজন ?

(মালোজী হীরা ও নবাববাইকে আনয়ন করিল)

হীরা। (শিবাজীকে দেখিয়া) কে ? কে ?
এঁকে কোথায় দেখেছি ? আপনি কে ?

শিবা। আমায় আপনি এর পূর্ব্বে দেখেছেন ?

হীরা। দেখেছি ! হ্যাঁ ! সেই দৃপ্ত মূর্ত্তি, সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর শাণিত দৃষ্টি—

নবাব। হীরা ! এ সব কি কথা ?

শিবা। হীরা ! হীরা !—হীরা ?

নবাব। ভব্যতার সীমা অতিক্রম করছ দস্যু ! আকস্মিক আক্রমণে আমাদের করায়ত্ত করেছ বলে মনে করো না যে আমরা অসহায়, বা তোমার মত লুণ্ঠনকারী মারাঠাদস্যুর কাছে অবহেলার পাত্র !

শিবা। হুঁ—

নবাব। কেন আমাদের বন্দিনী করে এনেছ ? আমাদের নিয়ে কি করতে চাও তুমি ?

শিবা। কি করতে চাই ? দস্যুতে যা করে ! শুনেছেন আমার দুষ্কৃতির বিবরণ ? নিষ্ঠুরতাই আমার ব্যসন, হত্যায় আমার উল্লাস, মানুষের তপ্তরক্তে দু'হাত রঞ্জিত করে আমি চালনা করি আমার অত্যাচারের জয়রথ ! আমার বন্ধু শ্যামাজীর কৌশলে মোগলবন্দীদের

আয়ত্তে পেয়েছি যখন—হ্যাঁ দস্যুর মনে করুণা নেই! মালোজী! এদের দাও চরম দণ্ড, আর শ্যামাজীকে দাও তার যোগ্য পুরস্কার!

মালোজী। কোন দণ্ড? কোন পুরস্কার?

শিবা। শিবাজীর শিবিরে নারীদের বন্দিনী করে এনেছে, এখনও জান না কোন দণ্ড, কোন পুরস্কার? বন্দিনীদের দণ্ড—মুক্তি!—আর বন্ধুর পুরস্কার—মৃত্যু!

শ্যামাজী। মহারাজ! মহারাজ!

শিবা। যাও নিয়ে যাও। (শ্যামাজীকে লইয়া মালোজী ও সৈনিকগণের প্রস্থান) আপনারাও যান দেবী, যোগ্য মারাঠা দেহরক্ষী সসম্মানে পৌঁছে দেবে আপনাদের মুঘল শিবিরে।

নবাব। আমাদের মুক্তি দিচ্ছেন? আমাদের পরিচয় জানেন? জানেন—আমাদের বন্দিনী করে রাখলে আপনি কত অর্থ আমাদের মুক্তিমূল্য বলে আদায় করতে পারতেন?

শিবা। কিছু জা'নবার প্রয়োজন নেই দেবী! আমি নৃশংস, আমি নির্ম্মম, আমি মোগল অধিকারে গিয়ে লুণ্ঠন করি, নরহত্যা করি, দিকে দিকে ত্রাসের সঞ্চার করি—আমার যত পরিচয় আপনারা পেয়েছেন, সবই হয় তো সত্য। তবু এই হৃদয়হীন দস্যুর আরও একটী পরিচয় রয়েছে দেবী, সে পরিচয়—শত্রু হোক, মিত্র হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক—পরনারী যে, তাকে এই মারাঠা দস্যু শিবাজী মা ব্যতীত অন্য পরিচয়ে জানতে চায় না! মুক্তিমূল্য আদায় করবার জন্য মাকে বন্দিনী করে রাখবে, দস্যু হলেও অত পাষণ্ড শিবাজী নয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকুণ্ডার গিরিবর্ত্ম

লায়লী ও নারীগণ

গীত

জয়তু ভারত মুক্ত ভারত, শত নিপীড়নে উচ্চশির !
ভারতের পূজা-অঙ্গনে এস, কোথা বীরজায়া, এসগো বীর
ঝঞ্ঝা গরজে গগন-ছায়, গরজে সিন্ধুজল,
প্রলয় বিষাণে দশদিক আজি করিতেছে টলমল !
বন্ধনে মোরা মানিব না,
ঝঞ্ঝারে মোরা ডরিব না,
শৃঙ্খল ভাঙ্গি মাতৃভূমির ঘুঁচাব অশ্রুনীর !

লায়লী। গাও গান, তোল ওই তান,—
গোলকুণ্ডা পুরীর গগনে !
ওই পুণ্য রাগিণীর গভীর ঝঙ্কার,
জনে জনে নারী ও পুরুষে,—
এই সুপ্ত গোলকুণ্ডা ভূমে—
জাগায়ে তুলুক ভগ্নিগণ।
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নাও যত পুরবাসী !
মৃত্যুপণে ব্রতী হও রণে !

(আবদুল্লার প্রবেশ)

আব। মৃত্যুপণে ব্রতী হও রণে। মৃত্যুপণে !
সত্য কন্যা তারি প্রয়োজন !

মুঘল বিশ্বাসহন্তা,
যে জন বচনে আস্থা করিবে তাহার—
গুপ্তঘাতকের করে লভিবে মরণ।
সন্ধি আলোচনা তরে করি আমন্ত্রণ
চকিতে তুলিল খড়্গ শির লক্ষ্য করি।
কোনমতে পলাইনু লইয়া জীবন,
কিন্তু এবে পথ রুদ্ধ হেরি চারিভিতে!
মুঘল, মুঘল সর্ব্ব ঠাঁই!
যাব রাজধানী, মুঘল সেনানী
খড়্গ করে রত প্রহরায়।
গোলকুণ্ডা দুর্গপানে হব ধাবমান,
ত্বরা কর নন্দিনী আমার—
বিলম্বে অনর্থ হবে।
সঙ্গীজন সৈনিক নিচয়
শত্রুকরে প্রাণ দেছে একে একে—
আমারি রক্ষার তরে।
গতপ্রাণ লুটায় তুরঙ্গ
গিরিপথ-প্রবেশের মুখে।
নাহি জানি কোন্ মতে পাইব নিস্তার।

লায়লী এস পিতা, অশ্ব আছে মোর—

[লায়লী ও আবদুল্লার প্রস্থান

নারীগণের গীত।

জয়তু ভারত মুক্ত ভারত শত নিপীড়নে উচ্চশির!
পূভারতের জা-অঙ্গনে এসো, কোথা বীরজায়া এস গো বীর।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। কে তোমরা হেথা? সরে যাও—
নহে এই শাণিত কৃপাণে—

(লায়লীর প্রবেশ)

লায়লী। গুপ্তঘাতকের করে কৃপাণ কি হেতু?
অসি করে বীর আস্ফালন
ঘাতকে না সাজে কভু।

মহ। ঘাতক! ঘাতক! দুর্ব্বিনীতা নারী—

লায়লী। বড় ঘৃণা দেখিতেছি ঘাতকের নামে!
তবে কোন লাজে সাজি বীরসাজে
আচর' ঘাতক বৃত্তি—বলিতে কি পার?
গোলকুণ্ডা সুলতানেরে করি আমন্ত্রণ
নিয়েছিলে আপন শিবিরে।
অতিথির শির লক্ষ্য করি
সেই তুমি আচম্বিতে খড়্গ তোল যদি,
গুপ্তহন্তা বিনা তব
অন্য নাম শোভে কি কখনো?

নারীগণ। ধিক ধিক তোমা।

লায়লী। সতর্ক আছিল এক সঙ্গী সুলতানের,
ব্যর্থ সে করিল তব গোপন আঘাত।
হ'ল ব্যর্থ আঘাত যেমনি,
শিষ্টতার ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপিয়া
ঘাতক আপন বেশে হলে পরকাশ।
লইয়া সশস্ত্র সেনা অতিথির পিছে
ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদ সম হলে ধাবমান।

বিলম্ব কি হেতু বীরবর ?
কর হত্যা এ অবলা রমণীগণেরে,
ধাও দ্রুত স্থলতানের পিছে।
দুর্ভেদ্য সে গোলকুণ্ডা দুর্গের মাঝারে
একবার প্রবেশিলে পিতা,
না হইবে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি তব !
হান অসি রমণীর শিরে !

মহা। রমণীরে আঘাত হানিব—?
হাঁ-হাঁ-অবশ্য হানিব।
পাপ পুণ্য নাহি জানি,
নাহি মানি বীর রীতি,
শিষ্টের আচার !
লভিয়াছি পিতার নির্দ্দেশ,
দ্বিধাহীন চিত্তে তাই করিব পালন।
দুর্ভাগ্য আমার—শৈশবে, কৈশোরে—
লভিয়াছি অন্য শিক্ষা জননীর পাশে।
না না, না জানি অন্যায় ন্যায় !
দূরে যাও সর্ব্ব দ্বিধা অন্তর হইতে !
একবার কেঁপেছিল করধৃত অসি,
এবার হানিতে হবে অব্যর্থ আঘাত,
অতিথি রমণী কিম্বা, না করি বিচার !
পিতার আদেশ ধ্রুবনক্ষত্র আমার,—
আক্রমণ কর সঙ্গীগণ,
পথ যদি নাহি ছাড়ে—
হত্যা কর রমণীনিকরে।

(নবাববাইএর প্রবেশ)

নবাব। পুত্র ! একি কর তুমি !

মহ। নিরুপায় আমি মাতা, পিতার নির্দ্দেশ !

নবাব। পিতার নির্দ্দেশ ! পিতার নির্দ্দেশ !
আমি মাতা,আমি মুক্তি দিনু পুত্র তোরে—
সে কঠোর নির্দ্দেশের শৃঙ্খল হইতে।
—যাও মাগো আপন ভবনে !

[লায়লী ও নারীগণের প্রস্থান

নিবৃত্ত করিয়া সেনা
চলে আয় মোর সনে আপন শিবিরে।

মহ। মাতা—মাতা—পিতা যদি—হায় কি দুর্ভাগা আমি !

নবাব। দুর্ভাগা ? হয়-ত তাই !
রুষিবেন পিতা তব জানি তা অন্তরে।
তাহে ডর কি হেতু কুমার ?
জীবনের সকল সুকৃতি পণে
আমি মেগে নেব তোর তরে
স্বামীপার্শ্বে মার্জ্জনা বারেক।
আজি মনে হয়, দুর্ভাগা তনয়
পিতৃভাগ্যে নহ তুমি ভাগ্যবান !
কিন্তু পুত্র ! তব মাতৃকুলে, সঙ্কটের কালে,
বারবার প্রতিকূল ভাগ্যে উপেক্ষিয়া,
পুরুষেরা সমর অঙ্গনে,
নারীগণ জহরের জলন্ত অনলে
হাসিমুখে ত্যজিয়াছে প্রাণ।

সেই ক্ষত্রিয় শোণিত,
ক্ষত্রিয়াণী-তনয়ের ধমনীতে যদি
বিন্দুমাত্র থাকে অবশেষ—
আজ্ঞা মোর, ভাগ্যেরে না ডরিবি কখনো!

তৃতীয় দৃশ্য

গোলকুণ্ডা দুর্গসম্মুখস্থ মোগল শিবির।

ঔরংজেব ও মীরজুমলা।

ঔরং। ঔরংজেবের জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ আগতপ্রায় জুমলা সাহেব! সে সঙ্কটের মুহূর্ত্তে কণিকামাত্র সাহায্য যে করবে, তাকে সম্পদের মহোচ্চ শিখরে বসেও ঔরংজেব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরদিন।

মীর। মহোচ্চ শিখর! সাজাদা মার্জ্জনা করবেন—আপনি কি ময়ূর সিংহাসনের কথা বল্‌ছেন?

ঔরং। চুপ! বুদ্ধিমানে বুদ্ধিমানে যখন আলাপ হয়, তখন ভাষার ব্যবহার হয় পর্দ্দার হিসেবে, ভাবকে আড়ালে রাখবার জন্যে।

মীর। আমি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করতে প্রস্তুত আছি যে কর্ণাট যদি আমার হস্তচ্যুত না হয়, আমি শাজাদা ঔরংজেবকে উচ্চতর, উচ্চতম মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করব।

ঔরং। কর্ণাট মীর জুমলার হস্তচ্যুত হবে না। আপনি হবেন কর্ণাটের স্বাধীন সুলতান, গোলকুণ্ডার সমপর্য্যায়ের নরপতি।

মীর। এই আমার অসি! মহান শাজাদা—এ আজ হতে আপনার আজ্ঞাধীন—(তরবারি পদতলে রাখিল)

ঔরং। আপনার মত সহযোগী পেয়ে আমি ধন্য।—এখন শুনুন, আপনি অবিলম্বে দিল্লী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনার ভাণ্ডার থেকে যত পারেন—উজ্জ্বলতম রত্নমণি বাছাই করে নিন বন্ধু! সেই অতুলনীয় উপহারসম্ভার সম্রাট, সম্রাটকন্যা, সম্রাটপুত্র ও সম্রাট-সভার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করুন গিয়ে জুমলা সাহেব!

মীর। উদ্দেশ্য?

ঔরং। উদ্দেশ্য—উজীরী!

মীর। দিল্লী সাম্রাজ্যের উজীরী! সাজাদা! স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এতটা আশা মীরজুমলার মত দুঃসাহসীও করে নি।

ঔরং। আমি আপনার জন্য যতটা সম্ভব পথ পরিষ্কার করেই রেখেছি, ভগ্নী জাহানারা বেগমকে পত্র লিখে।

মীর। বেগম সাহেবাই ত সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত!

ঔরং। তার চাইতেও বেশী। সম্রাট দেহ, জাহানারা আত্মা! আপনি দিল্লী পৌছেই সর্ব্বাগ্রে উপঢৌকন পাঠাবেন জাহানারা বেগমকে। এস মুরশিদ কুলী খাঁ—

(মুরশিদ কুলী খাঁর প্রবেশ)

আলিঙ্গন কর, আলিঙ্গন কর বন্ধু—মীর জুমলা সাহেবকে। আমরা দুটী ছিলাম, আজ থেকে আমরা তিন বন্ধু—এক লক্ষ্য, এক পন্থা, এক প্রাণ।

মুর। জুমলা সাহেবের শক্তি ও অর্থ আমাদের অনুকূলে অসাধ্য সাধন করবে যে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার। এদিকে সাজাদা, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল—সুলতান মহম্মদ গোলকুণ্ডায় পদার্পণ

করার সঙ্গে সঙ্গে কুতবশাহী সুলতান সরাসরি দিল্লীতে দূত পাঠিয়েছেন, সম্রাটের দয়া ভিক্ষা ক'রে !

ঔরং। সরাসরি দিল্লীতে দূত ?

মীর। এ গোস্তাকী অমার্জ্জনীয়।

ঔরং। মার্জ্জনার কথা পরে মীরজুমলা! গোলকুণ্ডার এ দৌত্য যাতে সফল না হয়, সর্ব্বাগ্রে, এই মুহূর্ত্তে আমাদের সেই আয়োজন করতে হবে। আপনি যান, এই দণ্ডে দিল্লী যাত্রা করুন। গোলকুণ্ডার দূতকে সম্রাটের দয়া থেকে বঞ্চিত করবার জন্য যা করা প্রয়োজন, নির্ব্বিচারে তাই করুন—উৎকোচে হোক, সত্যকে বিকৃত করে হোক, সম্রাটের লিপ্সাকে জাগিয়ে হোক !

মীর। আমি প্রস্তুত হচ্ছি সাজাদা ! [প্রস্থান

ঔরং। দিল্লীতে দূত পাঠিয়েছে !—মুরশিদ কুলী! কুতুবশাহী দূত দিল্লী থেকে ফিরে আসবার আগে গোলকুণ্ডা জয় কি অসম্ভব ?

মুর। গোলকুণ্ডার দুর্ভেদ্য দুর্গ আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রছে। সাজাদা, সে দুর্গ ধ্বংস করতে হলে, চাই—উন্নত শ্রেণীর সুবৃহৎ কামান,—যা আমরা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারিনি।

ঔরং। আউসা দুর্গ থেকে কামানের বহর নিয়ে দ্রুত আমাদের পশ্চাতে আসবার জন্য মাতুল সায়েস্তা খাঁকে নির্দ্দেশ দিয়ে এসেছিলাম। তিনি এখনও দূরে—বহু দূরে ! যত অকর্ম্মণ্য, বাদশাহী বিলাসে অভ্যস্ত কর্ম্মচারী সঙ্গে দিয়ে সম্রাট আমায় পাঠিয়েছেন দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী করতে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্য যে—তাদের জড়ত্বের পর্ব্বতপ্রাচীরে পদে পদে প্রতিহত হ'ক আমার গতিশীলতার দুর্ব্বার প্রবাহ !

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। পিতা, কুতুবশাহী সুলতানের সাহায্যের জন্য—

ঔরং। কি, কি ?

মহ। বিজাপুরী সৈন্য গোলকুণ্ডায় প্রবেশ করেছে!

ঔরং। সোভানাল্লা!

মহ। সীমান্তের ঘাঁটী হতে ইয়ার জঙ্গ দূত পাঠিয়ে এই সংবাদ দিয়েছেন। বিজাপুরী সৈন্যকে সীমান্তে বাধা দেবার মত কোন ব্যবস্থাই ছিল না আমাদের! কাজেই—

ঔরং। কাজেই দূতের ঠিক পিছনেই এসে পড়েছে বিজাপুরী ফৌজ! এত গোস্তাকি, শতযুদ্ধে পরাজিত ঐ বিজাপুরী সুলতানের? এবার— এবার তাকে নিশ্চিহ্ন করে না দিই যদি—থাক, সে কথা এখন নয়! মুরশিদকুলী! একটা পরামর্শ দাও! আজ যদি সম্মিলিত গোলকুণ্ডা বিজাপুরের করে দিল্লীর বাদশাহী বাহিনী পর্য্যুদস্ত হয়, তবে দক্ষিণা-পথে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল ধ্বংসে পড়বে, হয়ত সে বিপর্য্যয়ের জের সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়বে উত্তরাপথেও! না—না, এ হতে দিতে পারি না মুরশিদ কুলী খাঁ! বিজাপুরকে—বিজাপুরকে—মহম্মদ! বিজাপুরী ফৌজ পরিচালনা ক'রছে কে?

মহ। উজীর মাহমুদ খাঁ।

ঔরং। সেই হাবসী? সে? সে? মুরশিদকুলী—হয়ত আশা আছে! আমি যতটা জানি তাকে, মীরজুমলারই মত ভাগ্যান্বেষী ঐ মাহমুদ খাঁ। ক্রীতদাস থেকে উজীর হয়েছে,—সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে ক'রে! আজ যদি একটা মসনদ লাভের সুযোগ সে পায়—

মুর। মসনদ?

ঔরং। মসনদ—গোলকুণ্ডার—হাঁ, আমি দেব তাকে গোলকুণ্ডার মসনদ! যদি সে গোলকুণ্ডার সাহায্য না ক'রে,—করে বিরুদ্ধাচরণ। তুমি স্বয়ং যাও মুরশিদ কুলী, যে কোন মূল্যে বিজাপুরী ফৌজকে স্বপক্ষভুক্ত করতেই হবে আমাদের! দ্রুত যাও বন্ধু! তোমার অশ্বের গতির উপর নির্ভর করছে মুঘলের সুনাম আর সাম্রাজ্য!

মুর। আমার এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না সাজাদা। [প্রস্থান

ঔরং। পুত্র মহম্মদ! আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখনই গোলকুণ্ডা দুর্গ আক্রমণ করছি। এই শিবিরে তোমার মায়েদের রক্ষণাবেক্ষণে রইলে—তুমি। দেশ অরাজক, সাবধান! বাদসাহী সেনার সঙ্গে কুতুবশাহী সেনার চলেছে যুদ্ধ, অনাহুত বিজাপুরী সেনা এসে হানা দিয়েছে আমাদের পশ্চাতে, ওদিকে রবাহুত মারাঠা শিবাজীও সীমান্তের অরণ্যে ওৎ পেতে আছে, আর সুযোগ পেলেই মুঘলের শিবির ও নারীলুণ্ঠন ক'রছে। সবই সইতে হবে—যতক্ষণ না গোলকুণ্ডার পতন হ'চ্ছে। কিন্তু—যা ব'লছিলাম মহম্মদ! কিছু প্রহরী সৈন্য তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, তাই নিয়ে তুমি এই শিবির সাবধানে রক্ষা করবে। এবং সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে—হায়দ্রাবাদ সহরের নিরাপত্তার উপরে। অতুল সমৃদ্ধিশালী ঐ নগরের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হয় যদি, সে ক্ষতি পরিণামে আমাদেরই, তা স্মরণ রেখো। একবার আমার অবাধ্য হয়ে যে ক্ষতি করেছ—থাক সে কথা এখন, এবারে কিন্তু সাবধান—অতি সাবধান! [প্রস্থান

(নেপথ্যে কামানের শব্দ ও বহু কণ্ঠে আর্ত্তনাদ)

মহ। একি! আকাশে ও আগুনের শিখা নয়? সর্ব্বনাশ! পিতা যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই! নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়েছে কোন দুর্বৃত্তের দল! হয়ত মারাঠা, হয়ত বিজাপুরী, হয়ত স্থানীয় দস্যুতস্কর! যাই হোক—আমি— [প্রস্থানোদ্যত

(নবাববাই ও হীরাবাইএর প্রবেশ)

নবাব। এ আগুন কে দিলে মহম্মদ?

মহ। ঠিক ত জানি না মা। যেই দিক, পিতার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে সে। আমি যাচ্ছি ঐ অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য।

হীরা। দাঁড়াও সাজাদা, আমরাও যাব।

নবাব। সে কি বহিন!

হীরা। হাঁ দিদি চল, আমরাও যাই। আর কিছু সাহায্য আমরা সাজাদার করতে পারব না অবশ্য, কিন্তু বিপন্ন গৃহস্থের শিশুসন্তানদেরও ত কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারবো?

নবাব। সে কথা সত্য। চল মহম্মদ—আমরাও যাব।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

হায়দারাবাদ—বিজাপুরী শিবির

মাহমুদ খাঁ ও ফতে আলি

ফতে। শুনিলাম মহম্মদ আমিন পামর,
মীরজুমলার সেই দুর্ম্মতি নন্দন—
আছিল যে রুদ্ধ কারাগারে—

মাহ। হাঁ, হাঁ—

ফতে। মুক্ত করিয়াছে তারে বাদশাহী সেনা।
সেই সে দুর্ম্মতি,
নগরে দিয়েছে অগ্নি নিতে প্রতিশোধ,
গোলকুণ্ডা সুলতানের পরে।
তারি যত কুসঙ্গী নিচয়
লুণ্ঠন করিয়া ফিরে সমগ্র নগর!

মাহ। ধ্বংস হোক সকলে তাহারা।
তুমি শুধু সতর্ক রহিবে—
ওই প্রলয়াগ্নি যেন না পারে পশিতে
কোনমতে এ মোর শিবিরে।
পারে যদি, চক্ষুর নিমিষে
ভস্মে পরিণত হবে শত বস্ত্রাবাস।

ফতে। সতর্ক রহিব আমি।
কিন্তু এক করি নিবেদন—
গোলকুণ্ডা মসনদ তোমারে দানিতে
প্রস্তুত যখন আজ মুঘল সম্রাট—

মাহ্। চুপ! চুপ!

ফতে। চুপ ত নিশ্চয় আমি।
কিন্তু একবার কর বিবেচনা—
সমৃদ্ধ নগর এই ভস্ম হয়ে গেলে,
সে ক্ষতি ত আমাদেরি হবে!
মম মনে লয়,
আছিল উচিত সৈন্য করিতে প্রেরণ,—
রাজধানী রক্ষার লাগিয়া।

মাহ। রাজধানী রক্ষা তরে পাঠা'য়ে সৈনিক
আপনারে করিব দুর্ব্বল?
ধ্বংস হোক সমগ্র নগরী,
মোর কিবা আসে যায় তাহাতে নির্ব্বোধ?
বসি আগে সিংহাসনে,
তারপর মন দিব প্রজার রক্ষণে।
যাও তুমি, সতর্ক রহিবে সর্ব্বক্ষণ।

ফতে। সতর্ক রহিব আমি। [প্রস্থান

সাহ। এত আশা কভু করি নাই।
আপনি যাচিয়া এসে দিবে সিংহাসন
মুঘলের দুর্জ্জয় শাজাদা—
স্বপনেও করি নাই কল্পনা এমন।
লোকে কবে কৃতঘ্ন আমারে,
কহিবে বিশ্বাসহন্তা! কিবা আসে যায়?
সাধুতায় কোথা মিলে সিংহাসন?
ওই অগ্নি জ্বলিছে নগরে,
রক্তিম আকাশ পানে উঠে আর্ত্তনাদ—
গৃহহীন নগরবাসীর।
মোর কিবা আসে যায়?
এখনো ত সিংহাসন লভি নাই আমি!

(সোলেমানের প্রবেশ)

কেও? সোলেমান? কি সংবাদ কহ?

সোলে। বসে আছি বারুদের স্তূপে এ নগরে!
যতেক নগরবাসী অস্ত্র নিয়ে করে
রাজপথে করিছে ভ্রমণ।
মুঘলে ও বিজাপুরী সৈনিক নিকরে
করিতেছে মুহুর্মুহু তীব্র অভিশাপ!
যে কোন মুহূর্ত্তে তারা উত্তেজনা বশে
এ শিবির পারে আক্রমিতে।

সাহ। করে যদি আক্রমণ, মরিবে নিশ্চয়—
তাদেরি রক্তের স্রোতে ভেসে যাবে তারা।
শিবাজীর আমন্ত্রণে

এসেছিনু গোলকুণ্ডা রক্ষার লাগিয়া,
শক্তি পরীক্ষার আশে মুঘলের সনে।
আছি এবে উদাসীন দর্শক সাজিয়া।
কিন্তু যদি স্পর্দ্ধাভরে গোলকুণ্ডাবাসী
সুপ্ত শার্দ্দূলের অঙ্গে করে পদাঘাত,
ধ্বংস হবে সমূলে তাহারা।
—সোলেমান। আছে কেহ যোগ্য নেতা
সে বর্ব্বর দলে ?

সোলে। নেতা ? নহে নেতা, নেত্রী আছে এক।
গোলকুণ্ডা সুলতানের নন্দিনী লায়লী।
তারি নাকি উদ্দীপনা, দীক্ষায় তাহারি
সেজেছে দেশের লোক অরাতি দমনে।

শাহ। গোলকুণ্ডা সুলতান-নন্দিনী ?
বার্ত্তা চমৎকার !—দেখিয়াছ তারে ?
দেখ নাই ?—কিন্তু কর সন্ধান সত্বর।
যেমনে যেরূপে পার,—ছলে, বাহুবলে,
সেই রাজনন্দিনীরে বন্দিনী করিয়া
আনিবে আমার পাশে বীর সেলেমান।
শোন বন্ধু ! এক লোষ্ট্রাঘাতে
যুগপৎ দুই পক্ষী হইবে নিপাত।
প্রজার বিদ্রোহ হবে সমূলে বিনাশ,
আর—আর—থাক সেই কথা !
শেষ কথা, লক্ষমুদ্রা দিব পুরস্কার
পার যদি এনে দিতে সুলতানজাদীরে।

সোলে। পালিতে প্রভুর আজ্ঞা প্রাণ মম পণ। [প্রস্থান

মাহ। গোলকুণ্ডা সিংহাসনে বসিব যখন,
বামে যদি থাকে মোর
গোলকুণ্ডা স্থলতান-নন্দিনী—
পরস্বহরণকারী কে মোরে কহিবে ?
মরে যদি আবদুল্লা মুঘল সমরে,
অপুত্রক আবদুল্লা শাহের জামাতা
গণ্য হবে ন্যায়মত রাজ্য-অধিকারী।
হাঃ হাঃ হাঃ—আনন্দের দিন আজি।
কর মহোৎসব। কে ওখানে ?

(কেরামতের প্রবেশ)

নর্ত্তকী। নর্ত্তকী !

(কেরামতের ইঙ্গিত—নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নৃত্য গীত

হাতছানি দেয় নীল নদীজল টলমল টলমল,
আধো-বাঁকা চাঁদ পাতে রূপফাঁদ ঝলমল ঝলমল,
মিশরী মেয়ের কিশোরী প্রাণে কি স্থর বাজে গো—
রূপসীর স্বপনে
যে আসে গোপনে,
তাহারি মিলনে। [নর্ত্তকীদের প্রস্থান

(গীতান্তে সোলেমানের প্রবেশ)

সোলে। খোদাবন্দ !

মাহ। কি ? কি সংবাদ তব ? পাইয়াছ তারে ?

সোলে। পাইয়াছি—পাইয়াছি তারে।

মাহ। লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার তব।
কিন্তু সে তো পরে—

লহ এই রত্নহার বন্ধু সোলেমান !

কোথা ? কোথা রেখে এলে তারে ?

সোলে। রাখিয়াছি বস্ত্রাবাসে মোর।

হস্ত-পদ বদ্ধ তার, গণি মূর্চ্ছাগতা।

অগ্নিদগ্ধ এক গৃহে, শিশু রুদ্যমান

ক্রোড়ে করি দিতেছিল সান্ত্বনা রূপসী !

কহিল পল্লীর লোক সাহাজাদী ওই—

সবলে অমনি তারে ধরিনু সাপটি,

বায়ুবেগে আনিলাম

বিজাপুরী সৈন্যের শিবিরে।

মাহ। চল চল দেখি তারে।

কেরামত ! রহ হেথা বাঁদীগণে লয়ে।

আনন্দের দিন সত্য আজি !

নৃত্য-গীতে পুলকের প্লাবন ছুটাও,

যাবৎ না পূর্ণ হয় কানায় কানায়

আনন্দ-সিরাজী পাত্র অন্তরে সবার।

[মাহমুদ ও সোলেমানের প্রস্থান, নর্ত্তকীদের নৃত্য]

(নৃত্যান্তে নর্ত্তকীদের ও কেরামতের প্রস্থান।

মাহমুদ হীরাবাইকে লইয়া প্রবেশ করিল)

মাহ। এসো, এসো সাজাদী, দয়া করে বোসো এখানে। কোন সঙ্কোচ নেই ! আমি কৃষ্ণকায় হাবসী, তা হ'লেও সুন্দর মুখের মর্য্যাদা দিতে জানি। নারাজ হ'য়ো না সাজাদী !—একবার এ অধমের উপর ঐ সুর্ম্মা-আঁকা চোখের করুণা বর্ষণ কর !

হীরা। স্তব্ধ হও ক্রীতদাস। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে এখনো আমায় মুক্তি দাও ! নইলে নিশ্চিত জেনো, কালবজ্র তোমার মাথায়

ভেঙ্গে পড়বে। নীচ সয়তান, জানো না কাকে হরণ করে এনেছো? বুঝতে পারছ না যে মৃত্যু এসে তোমার শিয়রে দাঁড়িয়েছে?

মাহ। মৃত্যু! হাঃ হাঃ হাঃ! সুন্দর মুখের ঐ তিরস্কার আমার কানে যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে! মনে পড়ে আফ্রিকার মরুভূমে সিংহিনীর ভয়াল ভঙ্গিমা। তাকে দেখে ভয় পাইনি, পেয়েছি আনন্দ! মুষলের কঠিন আঘাতে সেই মরু-সম্রাজ্ঞীর স্পন্দমান দেহ আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে! ঠিক তেমনি করে—হাঁ, তেমনি করে এই সবল বাহুর বেষ্টনে রূপসম্রাজ্ঞী তুমিও—হাঃ হাঃ! জেনো সাজাদী, যে পিতার গর্ব্বে তুমি এত দম্ভ দেখাচ্ছ, সেই আবদুল্লা শাকে আমি বিন্দুমাত্র ভয় করি না।

হীরা। আবদুল্লা শাহ? কে আবদুল্লা শাহ? কে তোকে বলেছে মূর্খ, যে আবদুল্লা শাহ আমার পিতা? পিতার গর্ব্ব? না, পিতৃগর্ব্ব আমি করি না, আমার গর্ব্ব আমার স্বামীর পরিচয়ে!

মাহ। স্বামী!

হীরা। হাঁ, স্বামী। বর্ব্বর হাবসী, জান না কার মহিষীকে বন্দিনী করে এনেছ? স্বামী আমার সেই নরশ্রেষ্ঠ, যার বীরপদভরে সমস্ত পৃথিবী বিকম্পিত! অর্দ্ধ এশিয়ার বুকের ওপর দিয়ে একদিন যার জয়রথ চালিত হয়েছিল, স্বামী আমার সেই মুঘলগৌরব বাদশাজাদা—

মাহ। কে? কে?

হীরা। বাদশাজাদা ঔরংজেব!

মাহ। শোভানাল্লা! শোভানাল্লা! [প্রস্থান

হীরা। কোথায় যাই? কি করে মুক্তি পাই? শেষে কি মৃত্যুর মাঝে মুক্তির সন্ধান করতে হবে? মরি তাতে কোন ক্ষোভ নেই! শুধু মৃত্যুকালে একবার যদি স্বামীর দেখা পেতাম! এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিজের বুকে বসিয়ে—

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। বেগম সাহেবা, ভয় নেই! এই দিকে আস্থন! উজীর সাহেবের আদেশ এই মুহূর্ত্তে আপনাকে আপনার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

হীরা। সত্য, আমায় আমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে? চল তবে, শীঘ্র চল—　　[উভয়ের প্রস্থান

(মাহমুদ ও ফতে আলির প্রবেশ)

ফতে। বারবার আসিতেছে মোগলের দূত
বিজাপুরী শিবির তুয়ারে।
বারবার স্থধাইছে তারা—
কেমনে, কোথায়
বেগম জয়নাবাদী হ'ল তিরোধান।
সাহাজাদা মহম্মদ নিজে
ক্ষিপ্তসম ভ্রমিছেন নগর মাঝারে!
শঙ্কা হয়, এ শিবিরে হবে আক্রমণ।
এখনো বেগমে দ্রুত গুপ্তপথ দিয়ে
বাহিরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য উজীর।

মাহ। তাহে লাভ কি হবে নির্ব্বোধ?
বেগম ফিরিয়া গিয়ে মুঘল শিবিরে
সর্ব্ব তথ্য প্রকাশিবে স্বামীর সকাশে,
সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ হবে মোগলের।
আর কিছু ডর নাহি করি—
গোলকুণ্ডা মসনদ লাভের সে আশা
চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হবে মোরে।
আরো এক কথা—সত্য কহি—
প্রাণ নাহি চায় ওই ললনায়

শক্রভয়ে দিতে বিসর্জ্জন।
এত রূপ, অনিন্দ্য যৌবন—
তুমি যাও, যেথা বেগমেরে
দিয়ে মিথ্যা মুক্তির আশ্বাস
কেরামত লয়ে গেছে নিভৃত কক্ষেতে।
কোনমতে মাদক প্রয়োগে,
বেগমেরে অচেতন রাখ নিশিভোর।
যাও-যাও—না কর বিলম্ব! [ফতে আলির প্রস্থান
এ জীবনে প্রচুর সঙ্কট
একে একে হইয়াছি পার!
এবার কি তীরে এসে ডুবিবে তরণী?
—সুন্দরীরে করিব বর্জ্জন?
কভু নয়—কভু নয়—
জানে না ঔরঙ্গজব কোথা পত্নী তার—
কেন মোর ঘটিবে বিপদ?

(সোলেমানের প্রবেশ)

সোলে। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী মোগলের।
গণি মনে উষাগম সনে,
দুর্গ অবরোধ ত্যজি মোগল বাহিনী
হানা দিবে শিবিরে মোদের।

মাহ। না করিব ততক্ষণ প্রতীক্ষা আমরা।
এই স্তব্ধ গভীর নিশীথে
অচেতনা বেগমেরে পুরুষের বেশে
সাজায়ে লইয়া যাও বন্ধু সোলেমান—
গোলকুণ্ডা সীমান্তের পারে।

আমার বিদর দুর্গে অতি সঙ্গোপনে—
বেগমে করিবে রক্ষা অতীব যতনে !
যত শীঘ্র পারি আমি, আসিব সেথায়
চতুর ঔরঙ্গজেবে বঞ্চনা করিয়া !
যাও তুমি, যাত্রা কর বন্ধু সোলেমান,
শত মাত্র প্রহরী লইয়া। [সোলেমানের প্রস্থান
কিন্তু তার পূর্ব্বে, সেই মোহিনীরে
না দেখিব একবার পুনঃ ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

একি, অকস্মাৎ একি কোলাহল ?

(ফতে আলির প্রবেশ)

ফতে। সর্ব্বনাশ হ'ল জাঁহাপনা ! শত্রু ! শত্রু !
মাহ। শত্রু ? মুঘল নিশ্চয় ?
ফতে। মুঘল না লয় মনে,
আঁধারের অন্তরাল হ'তে
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বেঁধে বক্ষমাঝে !
নিমেষে প্রহরীদল মরণ-শয়নে
ঢ'লে পড়ে অব্যর্থ আঘাতে।
মনে লয় মারাঠা ইহারা।
মাহ। মারাঠা ? মারাঠা কোথা গোলকুণ্ডা মাঝে ?
ফতে। মারাঠা কোথায় নাই—জানি না উজীর।

(নেপথ্যে হর হর মহাদেও)

(সোলেমান ও কেরামতের প্রবেশ)

সোলে। মারাঠা করেছে আক্রমণ।
সুষুপ্ত শিবিরে দিল আচম্বিতে হানা !

নিদ্রা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে সহস্র সৈনিক
অনন্ত নিদ্রার কোলে পড়েছে ঢলিয়া
মারাঠার কৃপাণ আঘাতে।

মাহ। কোথা? কোথা? [প্রস্থানোদ্যত

(অনুচরগণ সহ রঘুনাথের প্রবেশ)

[সোলেমান পলাইল, কেরামত ধরা পড়িল

রঘু। কোথা যাও হাবসী উজীর?
চাহ যদি প্রাণ,
এনে দাও বন্দিনী বেগমে।

মাহ। বন্দিনী বেগম!
বেগম হেথায় কেহ নাহি।
মারাঠা বিশ্বাসহন্তা।
বিজাপুরে আমন্ত্রিলে, এমনি করিষা
অতর্কিত আক্রমণ লাগি?

এ ধৃষ্টতা এই শাঠ্য মারাঠা দস্যুর
বিজাপুর না করিবে মার্জ্জনা কখনো!

রঘু। মার্জ্জনা চাহিব যবে, সে কথা তখন।
শাঠ্য কারে কহ রে দুর্ম্মতি?
গোলকুণ্ডা রক্ষা লাগি আসিয়া হেথায়,
যোগ দিলি আততায়ী মুঘলের সনে।
তারো চেয়ে মহাপাপ—হরিলি রমণী!
নাহি জান শিবাজীর অলঙ্ঘ্য আদেশ—
শত্রু হ'ক, মিত্র হ'ক
নারীচোর চিরদিন বধ্য মারাঠার?
এবে যদি এই দণ্ডে না ত্যজ' বেগমে,
এ শিবিরে না রবে জীবিত

সৈনিক বা সেনাপতি কেহ।
সুনিশ্চিত পেয়েছি বারতা—
বেগম জয়নাবাদী বন্দী এ শিবিরে।
দিবে মুক্তি তারে, অথবা মরিবে ?

কেরা। দিব মুক্তি, বধিওনা মোরে !
দিব মুক্তি—এই ভিতে
বেগমেরে রাখিয়াছি আমি।
এস হে মারাঠা বীর দেখাই তাহাবে।

রঘু। মিথ্যাবাদী কাফ্রী ক্রীতদাস !

[মাহমুদকে পদাঘাত করিয়া সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গোলকুণ্ডা সীমান্তে শিবাজীর শিবির।

শিবাজী ও লেখকগণ।

শিবা। বিজাপুর সুলতানেরে জানায়ে সম্মান,
লেখো তাঁরে রামপ্রভু !—
"দুর্গ যত করেছি গ্রহণ,
এই দণ্ডে প্রত্যর্পণ করিব আনন্দে—
একমাত্র প্রতিশ্রুতি পেলে তাঁর ঠাঁই।
পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ করিয়া পরশ

দিতে হবে এ আশ্বাস আদিল শাহেরে—
হিন্দু দেশে গো ব্রাহ্মণ রবে নিরাপদ,
ধর্ম্মতরে নিপীড়ন না সহিবে কেহ।”
—অতঃপর সদাশিব লেখো জননীরে—
“বিজন পুনার গৃহে ভবানীর পায়
দাও মা অঞ্জলি নিত্য শিবাব কল্যাণে।
চারিভিতে মহাশত্রু—হিন্দু ও মুসলিম—
তুলিয়াছে যত অস্ত্র এ শিশু জাতির,
শির লক্ষ্য করি,
ভবানীর কৃপা আর মায়ের আশীষে
সকলি হইবে ব্যর্থ, উদ্যত আয়ুধ
ফিবে গিয়ে প্রতিঘাত কবিবে সবলে
হিংস্র আততায়ীগণে—হৃদয়ে মস্তকে।”
রামপ্রভু! আরো কহ বিজাপুব-রাজে—
“মারাঠা জাতির গৃহ-বিবাদের মাঝে
তাঁর হস্তক্ষেপ কভু শিবা না সহিবে!
জাতিদ্রোহী জাবালীর মারাঠা নৃপতি
না পায় সাহায্য যেন বিজাপুর হতে”।
ত্র্যম্বক—ত্র্যম্বক রাও!
তুমি কি ত্র্যম্বক রাও ঢুলিছ নিদ্রায়?
ওঃ হো—ভুলে গেছ কিবা কয়েছিনু?
আরে ধিক্, দুইবার এক কথা কহিব তোমারে—
এত কোথা সময় আমার?
লেখো—লেখো শীঘ্র যাহা বলি!
সাবধান—সাবধান নিদ্রালু ত্র্যম্বক!

এবারে একটী শব্দ হ'লে বিস্মরণ,
মস্তক করিব চূর্ণ মূষল প্রহারে।

ত্র্যম্বক। মহারাজ!

শিবা। পন্থ রঘুনাথে লেখো লিপি সাঙ্কেতিক—
"অসি ভল্ল আদি
গোলকুণ্ডাবাসীদের ব্যবহার তরে,
কল্য নিশিযোগে আমি করিব প্রেরণ
দশটি গোযানে করি গিরিপথ দিয়ে।
যথাস্থানে পন্থ যেন রহে উপস্থিত
গ্রহণ করিতে সেই আয়ুধ নিকরে।"
—মাতারে লিখেছ লিপি সদাশিব তুমি?
লেখো আরো কথা কতিপয়—
"বিজাপুরে পিতৃদেব আছেন কুশলে,
জিঞ্জীদুর্গে বৈমাত্রেয় অনুজ আমার
যোগ দেছে সঙ্গোপনে অরাতির সনে"!
না-না থাক—তার বার্ত্তা না দিও মাতারে।
হোক্ সপত্নীর পুত্র, তবুও সন্তান,
তার কলঙ্কের কথা বাজিবে নিশ্চয়
শেল সম জননীর প্রাণে।

(মালোজীর প্রবেশ)

মালোজী। মহারাজ!

শিবা। কেও! মালোজী! এসেছ তুমি?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, বার্ত্তা তব শুনিব এখনি।
—যাও সবে লিপিগুলি কর সমাপন,

দুয়ারে প্রস্তুত মম বার্ত্তাবহগণ
যথাস্থানে লিপি লয়ে যেতে।

(লেখকগণের প্রস্থান)

এইবার কহ শীঘ্র মালোজী আমারে—
কি সংবাদ আনিয়াছ তুমি? ব্যর্থ?

মালোজী। নহি ব্যর্থ শিবাজীর চরণ প্রসাদে!
দেশে দেশে দিকে দিকে করেছি সন্ধান,
দীর্ঘকাল ধরে যত তথ্য লভিয়াছি—
এক তিল পাছে প্রভু হই বিস্মরণ—
এই হের লিপিবদ্ধ করিয়া এনেছি।

(লিপি প্রদান)

শিবা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য বার্ত্তা এনেছো মালোজী।
নিশিদিন হেরিয়াছি কল্পনা নয়নে—
অজ্ঞাত বালিকা এক দস্যুর কবলে
ক্ষুধায় না লভে অন্ন, নিশীথে বিশ্রাম,
জর্জ্জরিত কষাঘাতে অঙ্গ সুকুমার,
মরণ কামনা করে বিধাতার পায়।
এতদিনে বুঝিলাম—না, না—থাকুক [illegible] কথা—
মালোজী! মালোজী!
বহুদিন লভি নাই আনন্দ এমন,
সত্য কহি তোমা আজি—
বিক্ষুব্ধ পৌরুষপর্ব্ব
শান্ত বুঝি হল এত দিনে!

(নেপথ্যে রঘুনাথ)। শিব্বা! শিব্বা মহারাজ!

শিবা। পন্থ রঘুনাথ! এস বন্ধু! কি তব সংবাদ?

(রঘুনাথ পন্থের প্রবেশ)

রঘু। নিশীথের ঘন অন্ধকারে
অতর্কিতে আক্রমিনু
বিজাপুরী সৈন্যের শিবির !
অর্দ্ধেক নিঃশেষ হোল অস্ত্রাঘাতে,
তীক্ষ্ণ শর-মুখে !
ভীতত্রস্ত অন্য অর্দ্ধ লয়ে কোনমতে
পলায়ন করিয়াছে হাবসী উজীর !

শিবা। আর—আর বন্দিনী বেগম ?

রঘু। মুক্ত করি আনিয়াছি তাঁরে
শিবাজীর চরণ দর্শনে।

শিবা। সুসংবাদ ! সুসংবাদ পন্থ রঘুনাথ !
মুগ্ধ আমি বীরত্বে তোমার।
যাও ভাই, সসম্মানে লয়ে এস তাঁরে।

(রঘুনাথের প্রস্থান ও হীরাকে লইয়া প্রবেশ)

রঘু। মুঘল মহিষী, সম্মুখে তোমার ওই
মহারাষ্ট্র গৌরব-ভাস্কর
আপনি শিবাজী !

হীরা। শিবাজী ! আবার সেই যেন-অতি-পরিচিত অচেনা পুরুষ !

শিবা। রাজেন্দ্রাণী ! কোন্ ভাষে করিব সম্ভাষ—
বন্য মারাঠার মুখে না যুয়ায় বাণী।
দস্যুরে তাড়িত করি পন্থ রঘুনাথ
শিবাজীর কৃতজ্ঞতা করিলা অর্জ্জন।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লভ এ দীন শিবিরে,
তারপর রক্ষীসনে গোলকুণ্ডাপুরে,
স্বামীর সকাশে তোমা করিব প্রেরণ।

হীরা। হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য করি নিবেদন—
তোমরা করিলে রক্ষা এ ঘোর সঙ্কটে!
কিন্তু যেতে চাই অবিলম্বে ফিরে,
স্বামী মোর উৎকণ্ঠায় হবেন চঞ্চল।

শিবা। হে মালোজী! পন্থ রঘুনাথ!
শিবিকা!—না, বনমধ্যে শিবিকা কোথায়?
—বৃক্ষশাখা করিয়া কর্ত্তন
অতি শীঘ্র কর নব শিবিকা রচনা।
শাহাজাদা-মহিষীরে করিতে প্রেরণ
পদব্রজে এ পার্ব্বত্য পথে
মন নাহি চাহে কোন মতে।

মালোজী। যথা আজ্ঞা প্রভু! [মালোজী ও রঘুনাথের প্রস্থান

শিবা। রাজেন্দ্রাণী! দৈবের বিধানে আজ
এ শিবিরে অকস্মাৎ তব পদার্পণ।
এ জীবনে পুনর্ব্বার
হয় তো বা আমাদের হবে না সাক্ষাৎ।
শিবিকা আসিতে তব, যতটুকু বিলম্ব রয়েছে—
একটী কাহিনী তোমা শুনাতে বাসনা।

হীরা। কি কাহিনী?

শিবা। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে
কঙ্কনের বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে
বিজাপুরী সৈন্য মোরে করে বিতাড়ন,
কোন মতে গিরিগুহা অরণ্য ছায়ায়
সঙ্গোপনে ঘুরি ফিরি প্রাণ লয়ে হাতে!
সেইখানে একদিন,—হাঁ—মনে পড়ে—

আকাশে তখন নাচে ঘনঘোর মেঘের দেবতা
এলায়িত জটাজাল বিক্ষেপি অম্বরে,
গভীর গম্ভীর মন্দ্রে বাজায়ে ডমরু
তুলিয়াছে প্রতিধ্বনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে।
ধাঁধিয়া নয়ন মোর স্ফুরিল বিজলী!
সে আলোকে চমকিয়া হেরিনু সহসা—
অদূরে পুরুষ পঞ্চ উঠে ঊর্দ্ধপানে!
তারি মাঝে—
বসনে আবদ্ধ পৃষ্ঠে হেরিনু একের—

হীরা। কি ? কি হেরিলে তুমি ?

শিবা। বিদলিত কুন্দকলি সম
ম্লানমুখী বালিকা একটি!

হীরা। বালিকা!

শিবা। গিরিগাত্রে ছিল তারা, আমি নিম্নভূমে,
শুনিলাম সেথা হতে দীণ আর্ত্তনাদ,
"দাদা—দাদা শীঘ্র এসো, রক্ষা করো মোরে"!
হয়ত সে জ্ঞানহীনা ক্ষুদ্র বালিকার,
অচেনা এ মারাঠারে হয়েছিল ভ্রম
দূর হতে আপনার সোদর বলিয়া।
সে করুণ অসহায় আর্ত্ত আবেদন
মর্ম্মস্থলে হাহাকারে পড়িল ছড়ায়ে।
বজ্রস্বনে গরজি কহিনু
"কে তোমরা তিষ্ঠ ক্ষণকাল"!
—কিন্তু তারা থামিল না কেহ,
চারিভিতে ভীত ত্রস্ত সচকিত আঁখি

বারেক নিক্ষেপ করি, দ্রুততর বেগে
উঠিতে লাগিল পুনঃ গিরি-শির পানে।

হীরা। তারপর ? তারপর ?

শিবা। দস্যু তারা নিসংশয় বুঝিনু অন্তরে।
দূর হতে টঙ্কারিনু কোদণ্ড ভয়াল—
একে একে শরবিদ্ধ দস্যু চতুষ্টয়
গিরি গাত্রে লভিল শয়ন।
পঞ্চমেরে হানিব সায়ক—চেয়ে দেখি—
তারি পৃষ্ঠে বদ্ধ আছে বালিকা দুঃখিনী।
সে দস্যুরে শরবিদ্ধ করিতে নারিনু।
মুহূর্ত্তেক পরে খড়্গাকরে,
লম্ফে লম্ফে গিরিগাত্র বাহি
উপনীত হইলাম দস্যুর নিকটে।

হীরা। ধন্য বীর তুমি! তারপর ?

শিবা। মরণ নিকটে হেরি সে দস্যু পাঠান
আচম্বিতে অসি হস্তে দাঁড়াইল ফিরি।
ভবানীর কৃপাদত্ত ভীম খড়্গ মোর—
চূর্ণ করি তরবারি আঁখির পলকে
বিদ্ধ হ'ল দানবের মর্ম্মস্থল মাঝে।

হীরা। ধন্য ধন্য বীরত্ব মারাঠা!
তারপর কি হইল সেই শিশুটির ?

শিবা। বন্ধন করিয়া মুক্ত,
বালিকারে বক্ষমাঝে তুলিব যেমনি,
অকস্মাৎ কোথা হতে
সংখ্যাতীত বিজাপুরী সেনা

আসুরী উল্লাসে দ্রুত চারিদিক হতে
বেষ্টন করিতে মোরে হ'ল ধাবমান।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে আপনার জীবন সংশয়।
ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিনু বারেক,
বালিকার মুখপানে চাহি।
নিরুপায়, বেদনায় বিদীর্ণ হৃদয়,
রুদ্যমানা শিশুরে তেয়াগি,
আঁধার অরণ্য মাঝে
আপনারে করিনু গোপন।

হীরা। নাহি জান কি ঘটিল ভাগ্যে বালিকার?

শিবা। দিন ত্রয় পরে
সন্তর্পনে সেই স্থানে আসিনু ফিরিয়া।
চেয়ে দেখি, গৃধ্র শ্বাপদের
ভুক্ত-অবশেষ দেহ পঞ্চ গোটা
গিরি গাত্রে রয়েছে শয়ান।
শুধু নাই অপহৃতা করুণনয়না
অশ্রুমুখী সে ক্ষুদ্র বালিকা!
—কিছু অলঙ্কার তার
পেয়েছিনু দস্যুর বসনে।
অঙ্গুরীর মাঝে নামাঙ্কিত আছিল "যমুনা"।

হীরা। যমুনা—যমুনা—এ নাম শুনেছি যেন
কত বর্ষ, কত যুগ আগে।
কার নাম? কে সেই যমুনা?

শিবা। (একটি পেটিকা হস্তে লইয়া) এই অলঙ্কার গুলি বর্ষ পঞ্চদশ
সাথে লয়ে দেশে দেশে করেছি ভ্রমণ।

যদি কভু কোন কালে
যমুনারে ফিরে পাই পুনঃ,
নিজ হস্তে অলঙ্কার তুলে দেব দেহে।
মুঘল মহিষী হীরা, হীরায় রতনে
অঙ্গে তব তিল ঠাঁই নাহি অবকাশ।
গোলকুণ্ডাবাসিনী সে শিশু যমুনার
তুচ্ছ এই কণ্ঠহার কেয়ূর কঙ্কণ
পারি কি তোমাবে আমি দিতে উপহার ?

হীরা। সে কি ? আমি হীরা।

শিবা। হীরা! জানি তুমি হিরন্ময়ী হীরকপ্রতিমা,
এত তুচ্ছ অলঙ্কাব কি দিব তোমাবে ?
এই অলঙ্কার গুলি
নিজে তুমি ফিরে দিও সেই যমুনারে।

হীরা। যমুনাবে ?—আমি তাবে কোথা পাব ?

শিবা। শোন তবে আমি তাব দিতেছি সন্ধান।
ক্ষণপূর্ব্বে লভিয়াছি নিশ্চিত প্রমাণ—
অস্ত্রাহত সেই দস্যু মরণের কালে
যমুনাবে তুলে দিল ফকিরের করে।
জ্ঞানবৃদ্ধ দয়াল ফকির
যমুনারে স্থান দিল, প্রাণ দিল,
শিক্ষা, দীক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান সকলি দানিল—
আর দিল—

হীরা। কি ? কি ? যমুনারে কি দিল ফকির ?

শিবা। আর দিল—নাম হীরাবাই !

হীরা। হীরাবাই ? আমি ? আমি সে যমুনা ?
দাঁড়াও দাঁড়াও বীর—শীঘ্র কহ—
কেবা পিতা—কোথা মাতা মোর !

শিবা। গোলকুণ্ডা জন্মভূমি তব,
জনক ভাস্কর রাও মৃত বহু দিন,
ভ্রাতা তব রত্নরাও
গোলকুণ্ডা রাজ্যের সেনানী,
আর মাতা—

হীরা। মাতা ?

শিবা। একমাত্র নন্দিনীর শোকে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ আঁখি অভাগী জননী
অবশেষে একদিন বরিলা মরণে।

হীরা। পিতা নাই ? মাতা মৃতা ?—হায় ভাগ্য !
এ জীবনে না হেরিনু জননীরে কভু !

শিবা। মুছ অশ্রু হে ভগিনী, পরিহর শোক !
মাতারে দেখিতে চাও ?
আমি তোমা দেখাব জননী !

হীরা। দেখাবে, দেখাবে মোরে ?
কোথা—কোথা মাতা মোর ?

শিবা। দেখাব মায়েরে !
এক জননীরে তব হারায়েছ তুমি,
অন্য জননীর মূর্ত্তি দেখাব আজিকে।
তোমার একার নহে—তোমার, আমার,
ভারতের ত্রিশকোটী নর নারী—
বক্ষে যাঁর লভেছে আশ্রয়—

ওই হের, দিব্য মূর্ত্তিধারী সেই জননী সবার।

(পার্শ্ব কক্ষের দ্বার উন্মোচন, ভারত মাতার মূর্ত্তি প্রকাশ)

হীরা। এই মাতা ?

শিবা। এই মাতা! নাম এঁর ভারত জননী।
চেয়ে দেখ
রৌদ্রদীপ্ত হিমাদ্রির কিরীট মস্তকে,
এলায়িত কেশদামে
দিব্যগন্ধী কাশ্মীর কুসুম,
বক্ষে দোলে পঞ্চনরী হার সম
তরঙ্গ-উচ্ছল ওই পুণ্য পঞ্চনদ,
মেখলায় বিন্ধ্যমালা জলধি চরণে,
রক্ত কোকনদ যেন ফুটেছে সিংহল
সপ্ত সমুদ্রের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি সম !
হেন মায়ে চেন না ভগিনী ?

(দ্বার রুদ্ধ করিলেন)

হীরা। আমি অভাগিনী ভ্রাতা,
এত দিন চিনি নাই মায়ে!
ওকি, অবরুদ্ধ কেন হল মন্দির দুয়ার ?
দ্বার খোল দ্বার খোল—
মাতৃপূজা করিবে অভাগী।

শিবা। মাতৃপূজা ? কোন মূর্ত্তি অর্চ্চিবে মায়ের ?
রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি ওই ভারত মাতার ?
ও শুধু স্বপন আজি, কবির কল্পনা !
যুগান্তের মহাপাপে পশুসম, ক্লীবসম
আজি মোরা ভারত সন্তান।

তাই আজি দীনবেশা
ভিখারিণী ভারত জননী!
বিদেশী দস্যুরা এসে বারবার
জননীরে করে পদাঘাত!
হাহাকারে কাঁদে ওই ভারত জননী—
জাগৃহি জাগৃহি ত্বরা ভারত সন্তান!
ত্রিংশকোটী করধৃত খড়্গ খরসান
এক সাথে উঠুক ঝলসি
মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবিকরে।
ত্রিংশকোটী বক্ষে যদি জাগে মহাবল,
ত্রিংশকোটী সন্তানের
নেত্রে যদি জ্বলেরে অনল,
ত্রিংশকোটী কণ্ঠে যদি
এক সাথে গ'র্জ্জে উঠে
—'জয়তু ভারত মাতা জয়তু ভারত',
দস্যু সে ত দূরে থাক,
সারা বিশ্ব লুটাইবে জননীর রাতুল চরণে

(রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘু। মহারাজ!

শিবা। রঘুনাথ!

রঘু। শিবিকা প্রস্তুত।

শিবা। শিবিকা! ও! তুমি যাবে! এস ভগ্নি!

হীরা। কোথা যাব—কোথা যাব?
হীরা অভাগিনী—
তুমি মোরে দাও ভ্রাতা পথের সন্ধান!

শিবা। পথ ?
পথ তব প্রসারিত গোলকুণ্ডা পানে।
জননীর এক অঙ্গে মুঘল গৃধিনী
করে তীব্র চঞ্চুঘাত রক্তপিপাসায় !
সেইখানে পার যদি
সান্ত্বনার অর্পিতে প্রলেপ—
কহিলে না ক্ষণপূর্ব্বে—মাতৃপূজা করিতে বাসনা ?

হীরা। হাঁ, হাঁ মাতৃপূজা !

শিবা। মুঘল কবল হতে
পার যদি রক্ষিবারে
রক্তাপ্লুত গোলকুণ্ডাপুরী—
মাতৃপূজা হইবে তোমার !

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—দরবার-ই-খাস।

সাজাহান, দারা, মীরজুমলা ও দরবারীগণ।

সাজা। দাক্ষিণাত্যের দিকেই যখন মোগল দরবারকে এখন থেকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, তখন দাক্ষিণাত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ও তীক্ষ্ণধী রাষ্ট্রনীতি-বিশারদকে হাতে পেয়েও যদি তাঁর ঐকান্তিক বান্ধবতার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণে আমরা সক্ষম না হই, তবে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নয়—কি বল দারা?

দারা। বেশক্! কর্ণাটপতির হীরাগুলিও যেরূপ অমূল্য, তাঁর উপদেশ ও নির্দ্দেশগুলিও সেইরূপ অমূল্য হবে—এরূপ আশা অবশ্যই করা যেতে পারে।

সাজা। বাস্তবিক, জুমলা সাহেবের দাক্ষিণ্যে আমার চিরদিনের অতৃপ্ত হীরক পিপাসা এবারে মিটেছে। সে কথা যাক। এখন শুনুন মীরজুমলা! দিল্লী সাম্রাজ্যের কর্ণধার, আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ সাদুল্লা খাঁ সম্প্রতি বেহেস্ত গমন করায় দিল্লীর উজীরের পদ এখন শূন্য। আমার কন্যা জাহানারা বেগম—হাঁ, জাহানারারও প্রস্তাব এই যে আপনি এখন থেকে উজীরী পদ অলঙ্কৃত করুন।

মীর। বান্দার পক্ষে এ আশাতীত সম্মান, কল্পনাতীত সৌভাগ্য। শাহানশাহ বাদসাহের এই কৃপা ও বাদসাজাদীর এই শুভেচ্ছা মীরজুমলা খোদার আশীর্ব্বাদ বলেই কৃতজ্ঞহৃদয়ে বরণ করে নিচ্ছে।

সাজা। উত্তম!—এবার কুতুবশাহী সুলতানের বিষয় আলোচনা রা যাক।

মীর। কুতুবশাহী সুলতানের কথা যখন উঠল, তখন আমি নিবেদন করতে চাই যে গোলকুণ্ডা যুদ্ধ দ্রুত সন্তোষজনক ভাবে শেষ করবার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবেদার সাজাদা ঔরংজেবকে অচিরে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রেরণ করা প্রয়োজন।

নেপথ্যে রতনরাও। আমি শাহানশা বাদসাহের করুণা ভিক্ষা করি, বাদশাহের চরণে আমি আরজি পেশ করতে চাই।

সাজা। কেও? ওকে নিকটে আহ্বান করুন উজীর। সাজাহানের দরবারে উচ্চনীচ সকলেরই অবাধ গতি। কেন প্রতিহারীরা ওকে বাধা দিচ্ছে?

(মীরজুমলা ইঙ্গিত কবিতে রতনবাও প্রবেশ করিল)

মীর। রতনরাও!

রতন। মীরজুমলা!

মীর। এ একটা উন্মাদ শাহানশা!

সাজা। ও যদি উন্মাদই হযে থাকে, হয়ত অত্যাচারেই উন্মাদ হয়েছে, সম্রাটেব কাছে এসেছে অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করতে। ওকে আসতে দিন উজীর!

রতন। শাহানশা! আমি অত্যাচারিতা গোলকুণ্ডার সন্তান। রক্ষা করুন, আমার দুর্ভাগিনী মাতৃভূমিকে রক্ষা করুন।

সাজা। গোলকুণ্ডা!

রতন। ধ্বংসপ্রায় গোলকুণ্ডা! সাজাদা ঔরংজেবের বিজয় বাহিনীর পদতলে দলিতা হয়ে মা আমার শ্মশানে পরিণতা। কেন? কোন অপরাধে অপরাধী গোলকুণ্ডার রাজা বা প্রজা? কিসের জন্য মহান

সাজাহানের আদেশ প্রচারিত হয়েছে এক ক্ষুদ্র নির্ব্বিরোধী অনুগত দেশের অস্তিত্ব বিনাশের জন্য ?

সাজা। কিসের জন্য—তা তোমায় এক কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি গোলকুণ্ডার সৈনিক ! এই মীরজুমলা সাহেবের জন্য।

রতন। বেয়াদবীর জন্য সহস্রবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে গোলকুণ্ডা-বাসীদের তরফ থেকে মহান ভারত সম্রাটকে প্রশ্ন করতে চাই যে মীরজুমলা সাহেবের জন্যই যখন যুদ্ধ, তখন মীরজুমলা নিরাপদে দিল্লী পৌঁছার পর এখনো সে যুদ্ধ চলে কেন ?

মীর। আমার পুত্র পরিবার এখনও গোলকুণ্ডায়।

রতন। কিন্তু তাঁরা বন্দী নন। মোগল সৈন্যের রক্ষণাধীনে তাঁরা নিরাপদেই গোলকুণ্ডায় অবস্থান করছেন।

মীর। আমার সম্পত্তি—যা আবদুল্লাশাহ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে—

দারা। উজীর ! এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি ! বিশ মণ হীরক ত আপনি সঙ্গেই এনেছেন—আবদুল্লা আর কী লুণ্ঠন করতে পেরেছেন আপনার ?

মীর। বাদশাজাদা যদি বান্দার উপর অবিচার করেন—

সাজা। অবিচার কার উপর হচ্ছে বুঝি না। সত্যই তো, আপনি নিরাপদ, আপনার পরিজনবর্গ মুক্ত, আপনার সম্পত্তি উল্লেখযোগ্য যা কিছু—তা কুতুবশাহী সুলতান স্পর্শও করতে পারেন নি—এ অবস্থায় যুদ্ধের আর কি প্রয়োজন আছে ?

মীর। গোলকুণ্ডা আক্রমণে এবং এ-যাবৎ যুদ্ধের পরিচালনায় বাদশাহী দরবারের ব্যয় ত কম হয় নি !

রতন। তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই গোলকুণ্ডা করবে ! রক্ষা করুন মহান ভারতেশ্বর ! ক্ষুদ্র গোলকুণ্ডাকে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে দিন। গোলকুণ্ডাবাসী হিন্দুমুসলমান ঈশ্বরচরণে নিশিদিন আপনার সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করবে।

সাজা। নেমাজের সময় হ'ল, দরবার ভঙ্গ হ'ক। দারা, তুমি কন্যা জাহানারাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সংবাদ দাও। নেমাজের পরে এখানেই! তার সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়ে আমি চূড়ান্ত আদেশ আজই দেব।

(রতনরাও ও দারা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

দারা। গোলকুণ্ডার সৈনিক!

রতন। বাদশাজাদা!

দারা। কি বুঝছ?

রতন। বুঝছি যে করুণাময় বাদশাজাদা গোলকুণ্ডার প্রতি সদয়।

দারা। কিন্তু নির্দ্দয় হবার মত ব্যক্তিও আছেন সৈনিক!

রতন। তা ত দেখছিই—ঐ মীরজুমলা!

দারা। আমি যাঁর কথা বলছি—মীরজুমলা তাঁর তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। শোন, বাদশাজাদী জাহানারা বেগম তোমার প্রার্থনার প্রতিকূলতা করবেন।

রতন। সর্ব্বনাশ! আমি যদি নতজানু হয়ে—

দারা। তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে কোথায়? তিনি অসূর্য্যম্পশ্যা বাদশাজাদী।

রতন। তবে উপায়? বাদশাজাদা! আপনি—আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন আমার জন্মভূমিকে রক্ষা করতে!

দারা। ইচ্ছা করলেই পারি না। কারণ জাহানারার প্রভাব পিতার উপরে, আমার প্রভাবের চাইতে যথেষ্ট বেশী, যুবক! ইচ্ছা করলেই পারি না। তবে হ্যাঁ, পারি হয় ত প্রাণপণ চেষ্টা করলে। কারণ জাহানারা যতই প্রিয় হ'ক, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে আমায় বিবেচনা করতে পিতা অভ্যস্ত। আমার কথার, কথার না হ'ক—জিদের একটা মূল্য আছে স্বতন্ত্র। সে জিদের প্রতিকূলতা পিতা করবেন না হয় ত!

রতন। বাদশাজাদা! ভবিষ্যৎ ভারত সম্রাট! আমায় কৃপা করুন। আমার জন্মভূমিকে রক্ষা করুন। এ দীন সৈনিক বক্ষোরক্ত ঢেলে সারাজীবন আপনার সেবা করবে!

দারা। করবে সেবা?

রতন। ঈশ্বর সাক্ষী।

দারা। আমার একটা কার্য্য যদি তুমি উদ্ধার করে দিতে পার,—আমি গোপন করতে চাইনা যে সে কার্য্য করতে গেলে তুমি ঔরংজেবের দারুণ রোষানলে পতিত হবে!

রতন। আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দেব সাহাজাদা! কি কার্য্য আদেশ করুন!

দারা। চল পার্শ্ব কক্ষে। নিভৃতে তোমায় বলব সে কথা। তার পূর্ব্বে আবার বল—ঈশ্বর সাক্ষী—আমার সেবায় তুমি আত্মোৎসর্গ করবে?

রতন। ঈশ্বর সাক্ষী! যদি গোলকুণ্ডাকে আপনি রক্ষা করেন, আপনার সেবায় আমি আত্মোৎসর্গ করব! নির্ব্বিচারে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আপনার চরণে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান

(সাজাহানের প্রবেশ)

সাজা। ইব্রাহিম! বাদশাজাদী জাহানারা!

(জাহানারার প্রবেশ)

জাহা। আমি এসেছি পিতা।

সাজা। অসময়ে তোমায় আহ্বান করতে হ'ল, উপায় ছিল না। ব্যাপারটা জরুরী। সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করছে এর ত্বরিত মীমাংসার উপরে।

জাহা। আমি শুনেছি পিতা।

সাজা। সে কি? কিরূপে?

জাহা। সর্দ্দার খোজা কাফুরের মুখে। সেই সম্রাটের আহ্বান জানাতে আমার কাছে গিয়েছিল।

সাজা। যাক্, শুনেছ তাহলে। এখন কি কর্ত্তব্য ?

জাহা। সম্রাটের কি অভিপ্রায় ?

সাজা। গোলকুণ্ডাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া কি উচিত হবে ?

জাহা। বহু রাজ্য জনপদ ত মোগলের কবলে পড়ে ইতিপূর্ব্বে এমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ! গোলকুণ্ডার যুদ্ধ এখন থামিয়ে দিলে ঔরংজেব মনে করবে— তার শক্তিবৃদ্ধি আপনি চান না।

সাজা। চাইনা—তা সত্য।

জাহা। চান না যে, এ কথা প্রকাশ্য ভাবে বলার সাহস আপনার নেই, এও সত্য !

সাজা। কন্যা ! আমি সাজাহান !

জাহা। ক্রুদ্ধ হন কেন পিতা,—সেও সাজাহানের যোগ্য পুত্র !

সাজা। তুমি ঠিক কী বলতে চাও ?

জাহা। বলছি !—তার পূর্ব্বে আপনি আমার একটি কথার উত্তর দিন, আপনি ঔরংজেবকে নিয়ে কি করতে চান ?

সাজা। অর্থাৎ ?

জাহা। অর্থাৎ সেও চিরদিন সুবেদারীতে তুষ্ট থাকবে না, আপনিও চিরদিন জীবিত থাকবেন না।

সাজা। আমার অবর্ত্তমানে সে সম্রাট হোক, এটা আমি নিশ্চয়ই চাই না।

জাহা। তবে, দুটি মাত্র পন্থা আপনার আছে পিতা। এক—সময় থাকতে এখনি ঔরংজেবকে ধ্বংস করা—

সাজা। না—না, পিতা হয়ে—

জাহা। অন্যথায় যা এর পূর্ব্বেও বহুবার সম্রাটকে বলেছি— দক্ষিণাত্যের একেশ্বর হয়েই যাতে সে তৃপ্ত থাকে, তাই করা।

সাজা। বেশ—তোমার পরামর্শ নেওয়াই আমি সমীচীন মনে করছি। দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেব যা ইচ্ছা করুক! গোলকুণ্ডা তার কবলগত হোক।

দারার প্রবেশ)

দারা। না পিতা না—ও আদেশ প্রত্যাহার করুন!

সাজা। দারা!

দারা। আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না, কোন তর্ক তুলব না। শুধু পিতৃস্নেহের উপর আবদার জানাব, নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইব—গোলকুণ্ডার যুদ্ধ বন্ধ করুন।

জাহা। দারা, তুমি শিশুরও অধম!

দারা। তুমি চুপ কর ভগ্নি! পিতা! দেবেন না? এ ভিক্ষা দেবেন না? আমি বলছি—সাম্রাজ্যলক্ষ্মীলাভের আশা আমার চিরতরে লুপ্ত হবে, যদি না গোলকুণ্ডার যুদ্ধ অচিরে বন্ধ হয়। আদেশ দিন পিতা—আদেশ দিন!

সাজা। না, দেব না! এ তোমার উন্মত্ততা দারা!

দারা। তবে, পীর মস্তানশার ভবিষ্যদ্বাণী—আমি যদি তাকে না পাই,—মক্কা—মক্কা! সাম্রাজ্যলাভের আশা আমার নেই! আমি মক্কা যাব—মক্কা যাব!

সাজা। পীর মস্তানশা?

দারা। আমি কোন কথা বলতে পারব না পিতা। আমায় যদি সাম্রাজ্য দিয়ে যেতে চান, ভিক্ষা দিন পিতা, এই ভিক্ষা দিন।

জাহা। ও উন্মাদ হয়েছে পিতা! ওর কথায় কর্ণপাত করা সম্রাটের সাজে না।

সাজা। কিন্তু দারা এমন কাতরভাবে কখনো কিছু ভিক্ষা চায়নি আমার কাছে! ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা—যা কিছু ওকে দিয়েছি, আমি নিজে ভালবেসে উপহার দিয়েছি। ও নিজে কখনো কোন প্রার্থনা নিয়ে আমার

কাছে এসে দাঁড়ায়নি! আজ প্রথম প্রার্থনা তার—আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্য সম্রাট সে—তার কাতর প্রার্থনা আমি ব্যর্থ করে দেব জাহানারা? হোক গোলকুণ্ডা যুদ্ধ বন্ধ! ঔরংজেবকে আমি অন্যভাবে তুষ্ট করব, অন্যভাবে তুষ্ট করব।

জাহা। হয়ত তা পারবেন না পিতা! যে বিষবৃক্ষের বীজ আপনি আজ স্বহস্তে বপন ক'রলেন, তার বিষের জ্বালায় হয়ত একদিন দারাকে, আপনাকে ও আমাকে সমভাবে জ্ব'লতে হ'বে! আপনি চেনেন নি ওই ঔরংজেবকে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলকুণ্ডা দুর্গ-সম্মুখে মোগল-শিবির।

(হীরা ও লায়লীর প্রবেশ)

হীরা। এই দিকে এস লায়লী! ছিঃ, তুমি এখনও কাঁদছ?

লায়লী। জল্লাদের খড়্গ মায়ের দেহের ওপর আঘাতের পর আঘাত করছে, তা দেখেও সন্তান কাঁদবে না?

হীরা। না, কাঁদবার সময় এখন নয়। গোলকুণ্ডার কন্যা! তোমার আমার এখনকার কর্ত্তব্য—নিজের বুক পেতে দিয়ে ঐ আঘাত থেকে মাকে রক্ষা করা!

লায়লী। আশ্চর্য্য বেগম সাহেবা! আপনার মুখে এই কথা? অথচ আপনি দুদিন আগেও এই মাকে চিনতেন না।

হীরা। হ্যাঁ, সত্যই মাকে চিনতাম না। মারাঠানায়ক শিবাজী আমায় চিনিয়েছেন—আমার মাকে! আজ আমি শিবাজীর শিষ্যা!

লায়লী। শিবাজীর শিষ্যা!

হীরা। মহান সেই মারাঠা-নায়কের মুখে মাতৃপূজার মন্ত্র যখনি আমার কানে প্রবেশ করেছে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে মায়ের রক্তাপ্লুত মূর্ত্তি যেন আমার সামনে ভাসছে! মা যেন সামনে দাঁড়িয়ে নিশিদিন আকুল কণ্ঠে বলছেন, "ওরে আমায় চিনতে শেখ, আমায় একটুখানি ভালবাসা দে! তোর হৃদয়ে আশ্রয় নিয়ে ঘাতকের আক্রমণ থেকে আমি আত্মরক্ষা করি!"

লায়লী। বেগম সাহেবা! বেগম সাহেবা! ঐ ঘাতক—ঐ মুঘল দস্যু—

(ঔরংজেবের প্রবেশ)

ঔরং। তুমি বলছ মুঘলকে দস্যু—কুতুবশাহী দুহিতা! মীরজুমলা বলছে কুতুবশাহকে দস্যু! কে যে দস্যু, কে যে নয়, তা স্থির হবে শতাব্দী অন্তে ইতিবৃত্ত-রচয়িতার সূক্ষ্মবিচারের তুলাদণ্ডে! কিন্তু তোমরা এখানে কেন? হঠাৎ একটা গুলি যদি কোন সৈনিক ভুল করে এদিকে ছোঁড়ে?

লায়লী। আমি অন্ততঃ তা খোদার আশীর্ব্বাদ বলে বুক পেতে নেব সাজাদা! গোলকুণ্ডার এ বিপদের দিনে, গোলকুণ্ডার কুমারী আমি, মায়ের কোন সেবার শক্তি আমার নেই—এ জীবনের আমার মূল্য কি?

[প্রস্থান

ঔরং। কেন ওর এ আপশোষ হীরা? আমি ওকে বন্দিনী করে রাখিনি। দৈবাৎ আমার শিবিরে এসে পড়েছে! গোলকুণ্ডায় ওকে ফেরৎ পাঠাবার উপায় অবশ্য এখন নেই, কারণ দুর্গ চারিদিকে অবরুদ্ধ,—কিন্তু অন্য যেথা ইচ্ছা ও যেতে পারে ত, যে ভাবে খুশী—ও

ওর মায়ের সেবা করুক না! বালিকার শত্রুতাকে ভয় করবার দিন ঔরংজেবের এখনও আসেনি।

হীরা। এ শিবির ত্যাগ করতে ওর আগ্রহ ত দেখি না! একবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, বললে, "না—যাব না! এখানে থা'কলে অন্ততঃ গোলকুণ্ডার ধ্বংস স্ব চোখে দেখতে পাব। মায়ের মৃত্যুযাতনা দেখে বুক ভেঙ্গে গেলেও মায়ের মৃত্যুশয্যা ছেড়ে কোন সন্তান দূরে যেতে চায়?"

ঔরং। গোলকুণ্ডার সমস্ত সন্তান যদি গোলকুণ্ডাকে এমনি ভালবাসত!

হীরা। তারাই হয়ত বাসেনা, যারা মায়ের পরিচয় পায়নি এখনো। কিন্তু সে পরিচয় তারা পাবে একদিন, ভালও সেদিন বাসবে মাকে।

ঔরং। তাই নাকি? সে কবে? গোলকুণ্ডা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর বোধ হয়?

হীরা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? গোলকুণ্ডা?

ঔরং। হয়ত আজই যাবে! সায়েস্তা খাঁর কামানের গোলা আর বেশীক্ষণ সহ্য করা দুর্গপ্রাচীরের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। তুমি যাও, মুরশিদ কুলী খাঁ আসছেন!

হীরা। একটি ভিক্ষা আমায় দিন প্রভু!

ঔরং। ও আবার কি কথা প্রিয়তমে! তোমায় অদেয় আমার কি আছে? যা চাও তাই পাবে! এখন একটু আড়ালে যাও। মুরশিদ কুলি খাঁ আসছেন। [হীরার প্রস্থান

এস দেওয়ান—

(মুরশিদ কুলির প্রবেশ)

মুর। কুতুবশাহ আবারও শ্বেত পতাকা পাঠিয়েছেন।

ঔরং। না-না—সন্ধি নয়! সন্ধি হবে না! আমি বার বার বলেছি, দিল্লীতে যখন সন্ধি প্রার্থনা করে দূত পাঠানো হয়েছে, তখন সন্ধি যদি

আসে, সেখান থেকে আসুক। যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সম্রাটের আদেশ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে!

(রতন রাওএর প্রবেশ)

রতন। সম্রাটের আদেশ এসেছে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য! এই নিন সাজাদা, সম্রাটের আদেশলিপি!

ঔরং। এঁ্যা!

মুর। সম্রাটের আদেশলিপি?

(মুরশিদ কুলী লিপি লইয়া ঔরংজেবকে দিলেন)

[পত্র পড়িতে পড়িতে ঔরংজেবের মুখে পর পর বিস্ময়, ক্রোধ ও হতাশার ছায়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, পরে তাঁহার মুখে বিরাজ করিতে লাগিল একটা অবিমিশ্র কৌতুকের আভাস]

ঔরং। এই দূত—হাঃ হাঃ হাঃ—সম্রাট দরবার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে তোমায় যে এই পত্রে গোলকুণ্ডার যুদ্ধে সন্ধিস্থাপনের আদেশ লিপিবদ্ধ রইল?

রতন। স্বয়ং দারা সেকো—

ঔরং। দারা সেকো! আমার এই কৌতুকপ্রিয় ভ্রাতা রসিকতা করতে বসে যে স্থানকালপাত্র বিবেচনাও করেন না সব সময়ে, তা আমরা জানি, কি বল দেওয়ান? কিন্তু এ রকম একটা জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে একজন নিরীহ দক্ষিণীর সঙ্গে কৌতুক করতে যাওয়া,—কি বলব—তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভবিষ্যৎ ভারত সম্রাট—তাঁর সম্বন্ধে সহজ সত্য উচ্চারণ করবার সাহস আমাদের নেই!

রতন। পত্রে সন্ধির আদেশ নেই?

ঔরং। পত্রে? হাঃ হাঃ হাঃ—স্রেফ কতকগুলি অবান্তর কথা, পারিবারিক প্রধানতঃ! গোলকুণ্ডার সঙ্গে সে সব কথার পরোক্ষ যোগও কিছুমাত্র নেই। যাও তুমি! দিল্লী থেকে দ্রুতগামী অশ্বে ছুটে এসেছ বোধ হয় রাত্রিদিন? পরিশ্রান্ত আছ, বিশ্রাম করগে! গোলকুণ্ডায়

ত প্রবেশ করতে পারবে না—হায়দ্রাবাদে গিয়ে—সেখানেই হয়ত তোমার গৃহ ?—যাও আরাম কর গিয়ে !

রতন। কি আদেশ করছেন সাজাদা ? ও পত্রে সন্ধির আদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই থাকতে পারে না ! দারা সেকো প্রতারক, এই কি আপনি আমায় বোঝাতে চান ?

ঔরং। কখনো না ! ভাই দারা প্রতারক, এ কথা আমি কখনই বলব না। হ্যাঁ, একটু কৌতুকপ্রিয় তিনি বটে। সময়ে সময়ে আমিও যে নই, তা নয় ! তুমি যেতে পার তা হলে। আমি আর দেওয়ান একটা জরুরী বিষয়ে কথা কইছিলাম, এমন সময় তুমি এলে !

রতন। ও পত্র আমি একবার দেখতে পারি ?

ঔরং। নিশ্চয়ই না ! আমাদের পারিবারিক কথা, তুমি তা পড়বে কেন ? তুমি ত আমাদের পরিবারভুক্ত কেউ নও ! যাও যাও, সময়ের মূল্য আছে আমার।

রতন। আমি যেতে পারি না সাজাদা ! গোলকুণ্ডার অস্তিত্ব নির্ভর ক'রছে ঐ পত্রের ওপরে ! ও পত্র এ ভাবে গোপন করতে আপনাকে আমি দেব না। আমার জীবন পণ— (অসি তুলিলেন)

মুর। কোই হ্যায়—(বাধা দিলেন)

(সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীগণের প্রবেশ)

ঔরং। সাবধান দেওয়ান—বেচারী দক্ষিণী যেন আঘাত না পায় ! দারার কৌতুকপ্রিয়তার কুফল দর্শন করুন ! এ হতভাগ্যকে তা উন্মাদ করে ছেড়েছে !—একে এর গৃহে প্রেরণ কর।

রতন। সাজাদা ! আপনার খোদার দোহাই ! গোলকুণ্ডার সর্বনাশ করবেন না—সম্রাটের ইচ্ছা পদদলিত করবেন না ! আমার পত্র ফিরিয়ে দিন, আমি বাদশাহী সৈন্যের কাছে সম্রাটের আদেশ জানাব—পত্র ফিরিয়ে দিন— [রক্ষীগণ রতনকে লইয়া গেল

মুর। সত্যই এ পত্র—

ঔরং। চুপ!

মুর। সম্রাটের ইচ্ছা—

ঔরং। সম্রাটের ইচ্ছা যদি হয় আমায় পদদলিত করা, তবে সে ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা ছাড়া আমার উপায়ান্তর কি আছে?

মুর। তাহলে বলুন, আজ থেকেই আমরা বিদ্রোহী?

ঔরং। প্রকাশ্যতঃ নয়! তার বিলম্ব আছে! যতদিন সম্ভব, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। সম্রাটের ভক্ত প্রজা, আজ্ঞাবাহী ভৃত্য বলে দুনিয়া আমাদের জানবে।

মুর। তা যেন হোল—কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর—লক্ষ সৈনিকের জীবন পণে কেনা এই সোণার গোলকুণ্ডা যদি—

ঔরং। সম্রাট কুতুবশাহকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করবেন? সে ভয় নেই দেওয়ান। অতখানি নির্লোভ সম্রাট সাজাহান নন। হীরার খনি এই গোলকুণ্ডা একবার যদি করায়ত্ত হয়, তবে তা সম্রাট সাজাহানের, অর্থাৎ সাজাহানকে উপলক্ষ করে ঔরংজেবের করচ্যুত হবার সম্ভাবনা আর নেই।—তুমি তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাও দেওয়ান, কুতুবশাহী শ্বেত পতাকাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দাও, সন্ধি হবে না বলে!

[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান

(অন্য দিক দিয়া নবাব বাই ও হীরাবাই প্রবেশ করিল)

হীরা। ওই—ওই বন্দীই আমার ভ্রাতা, লায়লী বলেছে।

নবাব। শান্ত হও বহিন! তাঁকে অচিরে কারামুক্ত করব। সাজাদা ত জানেন না যে তোমার ভাই আছেন বা উনিই তোমার ভাই! গোলকুণ্ডায় যে তোমার পিতৃগৃহ, তা এখনো ত আমরা তাঁকে বলবার সুযোগ পাইনি বহিন! এমন কি, তুমি যে দস্যু কর্ত্তৃক হৃতা হয়েছিলে, তাও এখনও সাজাদার অজ্ঞাত।

হীরা। সে কথা পরে বললেও চলতে পারে। কিন্তু দাদার আর্ত্তনাদ কি তুমি শোননি? তিনি বলছিলেন, সম্রাটের আদেশ চাপা দিয়ে রেখে সাজাদা—

নবাব। চুপ চুপ অবোধ বালিকা! কর কি,—সাজাদার ইচ্ছার তিলমাত্র বিরুদ্ধতা করতে গেলে তোমার ওপর তাঁর এত যে প্রণয়—

হীরা। —নিমেষে কর্পূরের মত উপে যাবে? যদিই যায়, হীরাবাই ফকিরের আশ্রয়ে পালিতা—তা ভুলে যেও না দিদি। কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুঃখ বরণ করবার শক্তি তার আছে! জন্মভূমির জন্য—

নবাব। নিজে দুঃখ বরণ করলেই জন্মভূমির তুমি উপকার করতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কি?

হীরা। নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু দুঃখের আশঙ্কায় সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকব না কখনই। আমি যাব সাজাদার কাছে।

নবাব। এখন—এতখানি উত্তেজনা নিয়ে তুমি তাঁর কাছে যেও না বহিন!

হীরা। তোমার কোন ভয় নেই দিদি! আমি দুর্ব্বিনীত হব না, স্বামীকে সম্মান দিতে হয়, ভক্তি করতে হয়, সে শিক্ষা আমি পেয়েছি বহিন! আমি পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইব—গোলকুণ্ডার মুক্তি!

নবাব। তবে—ঐ সাজাদা আসছেন, সাবধান বহিন—সাবধান!

[প্রস্থান

(ঔরংজেবের প্রবেশ)

ঔরং। নবাব বাই গেলেন না? আমার যে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে ওঁকে দিয়ে! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি, সেখানে কিসে কি হয়—কেউ বলতে পারে না। এই অমূল্য বস্তুটী তুমি তাঁর কাছে গিয়ে দিয়ে আসতে পারবে পিয়ারী?—যেন কোনরূপে তাঁর হস্তচ্যুত না হয়! বিশেষ করে সাবধান করে দিও। শূন্য শিবিরে এ বস্তু আমি রেখে যেতে সাহসী হচ্ছি না হীরাবাই।

হীরা। তা-হাঁ—পারব দিতে !

ঔরং। নাও—(পত্র দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

হীরা। এক মুহূর্ত্ত প্রভু ! আমার একটী ভিক্ষা—

ঔরং। এত কাতরভাবে একি অনুনয় হীরা ? ক্ষণপূর্ব্বেই ত তোমায় বলেছি তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই ! আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসি ! যুদ্ধ জয় আসন্ন ! এখন প্রতি মুহূর্ত্তের যে কত মূল্য—

হীরা। তবু একটু—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করুন প্রভু—(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও তুর্গ ভাঙ্গার শব্দ)

ঔরং। তুর্গ প্রাচীর ভেঙে পড়েছে ! আর বিলম্ব নয় ! যুদ্ধজয় নিশ্চয়—নিশ্চয়— [প্রস্থান

হীরা। গেলেন ? চলে গেলেন ? হা ঈশ্বর ! (লায়লীর প্রবেশ)

লায়লী। কিছু করতে পারলেন না বেগম ? তুর্গ প্রাচীর চূর্ণ, গোলকুণ্ডা যূপকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত, ঘাতকের খড়্গ ঐ তার কণ্ঠে !

হীরা। না—পড়বে না সে খড়্গ। পড়তে দেব না সে খড়্গ মায়ের কণ্ঠে—(পত্র খুলিয়া) বাদশাহী মোহর—বাদশাহী সই—এই—এই সেই অমূল্য বস্তু ! যাও—গোলকুণ্ডার সুলতানজাদী ! গোলকুণ্ডার এক মা-হারানো তুহিতার মাতৃপূজার এই অর্ঘ্য ! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও বাদশাহ সাজাহানের এই সন্ধির আদেশলিপি !

লায়লী। এই ? এই ?—গোলকুণ্ডার মহিমান্বিতা কন্যা ! গোলকুণ্ডার রক্ষয়িত্রী ! গোলকুণ্ডার হীরা—হীরাবাই বেগম ! তোমার পায়ে হাজারো সেলাম ! [প্রস্থান]

হীরা। গোলকুণ্ডার উদ্ধার ! আমার মাতৃভূমি রক্ষা পাবে ! আর স্বামী আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমায় অদেয় তাঁর কিছু নেই ! আমি কি অন্যায় করলাম ?—না, কিসের অন্যায় ? একি ? সন্ধ্যা হয়ে এল ? এত শীঘ্র ? [প্রস্থান

(ঔরংজেব, মুরশিদ কুলী, মহম্মদ ও আবদুল্লার প্রবেশ)

আব। শেষ মুহূর্ত্তে শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহানের এবং মুঘল সূর্য্য বাদশাজাদা ঔরংজেবের এই দাক্ষিণ্য প্রকাশে গোলকুণ্ডার রাজা ও প্রজা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। গোলকুণ্ডার আনুগত্যের নূতন নিদর্শন স্বরূপ আমি আমার কন্যা লায়লীকে সাজাদা সুলতান মহম্মদের করে অর্পণ ক'রতে চাই, যদি বাদশাজাদা ঔরংজেবের অনুমতি হয়!

ঔরং। আমার আপত্তি নেই সুলতান। আপনার কন্যাকে আমি দেখেছি, সে সর্ব্বাংশে বাদশাহের কুলবধূ হওয়ার যোগ্যা। মহম্মদ! কুতুবশাহী সুলতানকে সসম্মানে গোলকুণ্ডা দুর্গের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তুমি এগিয়ে দিয়ে এস। এবং যদি তিনি তোমায় আতিথ্য উপহার দিতে চান—দুই একদিনের জন্য তা গ্রহণ করলে তোমার পিতা রুষ্ট হবেন না জেনো!

আব। বাদশাজাদার সৌজন্য তাঁর বীরত্বকেও অতিক্রম করেছে। এস পুত্র মহম্মদ! [মহম্মদ ও আবদুল্লার প্রস্থান

মুর। একি হোল সাজাদা?

ঔরং। আমিও ভাল বুঝতে পারছি না। অকস্মাৎ সায়েস্তা খাঁর কাছে কে নিয়ে গেল বাদশাহের আদেশলিপি? মুহূর্ত্তে কামান হ'ল স্তব্ধ, পদাতিক হ'ল নিশ্চল, করায়ত্ত গোলকুণ্ডা—পলকের ভিতর হ'ল করচ্যুত! ভোজবাজী! কে এর জন্য দায়ী? নবাই বাই? সুলতান মহম্মদ? হীরাবাই? যেই হোক, সে ক্ষমা পাবে না মুরশিদ কুলী!

মুর। কিন্তু এদিকে—

ঔরং। হাঁ, অবরোধ তুলে নাও। আমরা নিশাবসানের পূর্ব্বেই ঔরঙ্গাবাদ যাত্রা করব। গোলকুণ্ডার জাতীয় পতাকা যে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে কালও প্রাতঃসূর্য্যকে অভিনন্দন জানাবে,—সে দৃশ্য আমি সইতে পারব না মুরশিদকুলী, সইতে পারব না! তুমি যাও, অবরোধ তুলে

নাও, শিবির ভঙ্গ কর। [মুরশিদ কুলীর প্রস্থান

এইবার দেখি কে সে? হীরাবাই? নবাববাই? সুলতান মহম্মদ?

(হীরাবাই-এর প্রবেশ)

হীরা। আমি—প্রভু!

ঔরং। এঁ্যা? তু—মি?

হীরা। গোলকুণ্ডা আমার জন্মভূমি।

ঔরং। কি আসে যায় তাতে?

হীরা। আমার আসে যায় স্বামী!

ঔরং। তোমার? তুমি কে? ঔরংজেবের বাঁদী, ঔরংজেবের ছায়া! ঔরংজেবের আশ্রিত যারা, তাদের ত ঔরংজেব ছাড়া পৃথক কোন সত্তা থাকবার কথা নয়!

হীরা। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কারুর কাছে নিজের স্বাধীন সত্তা বিকিয়ে দেওয়া চলে না—হোক সে চিরারাধ্য স্বামী, হোক সে প্রাণাধিক পুত্র,—পীর মস্তানশার কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি স্বামী!

ঔরং। মস্তানশা! মস্তানশা! আজ বুঝতে পারছি, একটা বিরাট প্রতারণার ফাঁদে তুমি আমায় জড়িয়েছ। মস্তানশাকে হয়ত কোনদিন তুমি চোখেও দেখনি মিথ্যাবাদিনী! যার চরণাঘাতে আমার সাম্রাজ্য-স্বপ্ন সূচনাতেই চূরমার হয়ে গেল, সে হবে আমার সাম্রাজ্যলক্ষ্মী! সাম্রাজ্যলক্ষ্মী! [প্রস্থান

হীরা। প্রভু! হজরৎ! আমার একটী নিবেদন—

(কয়েকজন সশস্ত্র খোজা প্রহরীর প্রবেশ)

কি? তোমরা কি চাও?

খোজা। বেগম সাহেবার ওপর দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়েছে—বাদশাজাদার কাছ থেকে চির নির্ব্বাসন!

হীরা। চির নির্ব্বাসন? আমি—আমি একবার—

[হীরাবাইকে লইয়া খোজাগণের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য—হায়দ্রাবাদ—রতনরাও-এর গৃহ।

রতন রাও ও লায়লী।

রতন। হীরাবাই? হীরাবাই গোলকুণ্ডাকে রক্ষা করেছে? আর সে হীরাবাই আমারই ভগ্নী? সেই আমার হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট বোনটী, সেই আমার যমুনা?

লায়লী। হ্যাঁ, আপনারই বোন যমুনা।—এখন যে কথা বলতে এসেছি, গোলকুণ্ডার জনসাধারণকে অস্ত্রে সজ্জিত করবার জন্য মারাঠা নায়ক শিবাজী প্রচুর গোলা বারুদ আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার গৃহ নির্জ্জন পেয়ে এখানেই সে সব গোপনে রক্ষা করেছিলাম আমরা। প্রচুর বারুদ এখনো সঞ্চিত রয়েছে ঐ পার্শ্বকক্ষে।

রতন। বেশ, আমি সতর্ক থাকবো।

লায়লী। আপনি শ্রান্ত, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি আর এখন আপনাকে বিরক্ত করব না রাওজী। দেশকে আপনারা রক্ষা করেছেন, আপনি আর আপনার ভগ্নী। জয় হোক আপনাদের! গোলকুণ্ডার ইতিহাসে চিরতরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হোক আপনাদের দুটি নাম—হীরা আর রতন, রতন আর হীরা! [প্রস্থান

রতন। হীরা আর রতন! আর সে হীরা রতনের বোন! আর ঐ হীরাকে দারার করে তুলে দেবার জন্য এই রতন—

(হীরার প্রবেশ)

হীরা। রতনরাও? তুমি? তুমি আমার দাদা?

রতন। তুই—তুই—আমার বোন যমুনা?

হীরা। হ্যাঁ দাদা,—আমায় আবার বুকে তুলে নাও দাদা! তোমার সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট বোনটিকে—আজ আবার তুমি তোমার

স্নেহের আশ্রয়ে ঠাঁই দাও দাদা! দুনিয়া ঘুরে শ্রান্ত হয়ে আজ আমি ফিরে এসেছি আমার বাপের ঘরে, আমার ভাইয়ের আশ্রয়ে!

রতন। যমুনা—যমুনা? একি? চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে কেন! আয়, আমার কাছে আয়—আরো কাছে আয় বোন,—না—না, তোকে কাছে টেনে নেবার অধিকার আমার নেই! যা—তুই, মোগলের হারেমে ফিরে যা!

হীরা। মোগলের হারেমে? পিতা ভাস্কর রাও, ভ্রাতা রতন রাওয়ের গৃহে কি যমুনার আজ আশ্রয় নেই?

রতন। আশ্রয়? আছে! ছিল! কিন্তু গোলকুণ্ডাকে রক্ষা করতে গিয়ে—

হীরা। গোলকুণ্ডাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছি! আজ কি ভাইয়ের গৃহের দ্বারও—?

রতন। সে গৃহের দ্বারও ভাই তোর মুখের ওপরে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে—ঐ—ঐ গোলকুণ্ডাকে রক্ষা করতে গিয়ে। কিন্তু সে কথা থাক—স্বামীর আশ্রয় তুই কি করে হারিয়ে এলি?

হীরা। থাক সে কথাও! ভাইয়ের গৃহের দ্বার রুদ্ধ—এই কথা শুনেই হীরাবাই এই অন্ধকারে আপনাকে মিশিয়ে দিতে যাচ্ছে—আমি যাই দাদা—

রতন। না—না—এখনি নয়! জহ্লাদের আদেশ এখনো ত আসেনি! এখনো তোকে দিল্লী পাঠিয়ে দেবার পরোয়ানা,—না, তুই এ রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবি বোন! চল, তোর ছেলেবেলার সেই ছোট্ট ঘরখানিতে তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি! চিরদুঃখিনী বোনটি আমার, আজকার রাতটি তুই ঘুমো! আজকার রাতটি তোর বাপের ঘরে মাথা গুঁজে তুই ঘুমো!

(হীরাকে পার্শ্বকক্ষে লইয়া গেলেন, রঘুনাথ প্রবেশ করিলেন)

রঘু। রতনরাও ! (রতনরাও ফিরিল)

রতন। কে ? তুমি কি দারার দূত ?

রঘু। দারার দূত ? না,আমি দারার দূত নই। দারার দূতের প্রতীক্ষা করছ নাকি তুমি ?

রতন। প্রতীক্ষা ? হাঁ, যেমন আগ্রহে লোকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তুমি কে ? এত রাত্রে—

রঘু। আমি শিবাজীর দূত—রঘুনাথ পন্থ !

রতন। রঘুনাথ পন্থ ! হ্যাঁ, তুমি—

রঘু। তোমার ভগ্নীকে মুঘল শিবির হতে বহিষ্কৃতা দেখে আমিই তাকে নিরাপদে নিয়ে এসেছি এখানে। নইলে সে আসতে পারত কি না, সন্দেহ। আশে-পাশে আমি বিদেশী পুরুষদের লক্ষ্য করেছি আসতে আসতে।

রতন। লক্ষ্য করেছ ? তারা—তারাই হয়ত দারার দূত।

রঘু। দারার দূত ? দারার দূত হীরাবাইয়ের পশ্চাতে ? রতনরাও ! সাবধানে রক্ষা কর তোমার ভগ্নীকে। আমি এখনি শাজাদা ঔরংজেবের কাছে যাচ্ছি। হোন তিনি শত্রু, কিন্তু হীরাবাইয়ের ওপর তিনি যে কত বড় অবিচার করেছেন, কত ছোট অপরাধের কত বড় দণ্ড যে তাকে তিনি দিয়েছেন, তা শাজাদাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে আমায় যেতেই হবে এখনই ! [প্রস্থান

রতন। দারার দূতকে যমুনার আশে পাশেই দেখা গিয়েছে ? তারা কি এখনই— ?

(মীরখলিলের প্রবেশ)

তুমি—তুমি—তুমি কি দারার দূত ?

মীর। বুঝতে পেরেছ তাহলে ? হ্যাঁ, আমি দারার দূত ! দারার আদেশ লিপি এই পড় তুমি। (পত্রদান) হীরাবাই মুঘল শিবির ত্যাগ

করার পরই আমরা পিছু নিয়েছি। একটা মারাঠা সঙ্গে ছিল তার, তাই—যাক সে কথা! সে যে তোমার গৃহেই এল, এ খুবই বরাত-জোর আমাদের, কারণ তুমি আমাদেরই লোক।

রতন। তোমাদেরই লোক?

মীর। নিশ্চয়ই! তুমি দারা সেকোর কাছে প্রতিশ্রুত—

রতন। প্রতিশ্রুত? অর্থাৎ—

মীর। ঔরংজেবের হারেম থেকে দারার বাগ্দত্তা কোন বন্দিনীকে উদ্ধারের চেষ্টায় তুমি মীরখলিলকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত,—কেমন কি না?

রতন। তা—হ্যাঁ—

মীর। উত্তম! আমিই সেই মীরখলিল। এবং হীরাবাই দারার বাগ্দত্তা!

রতন। দারার বাগ্দত্তা, কিন্তু ঔরংজেবের সে পরিণীতা পত্নী!

মীর। তর্কে প্রয়োজন নেই, তুমি হীরাবাইকে আমার করে অর্পণ কর। আমি তাকে দারার কাছে নিয়ে যাই।

রতন। অসম্ভব!

মীর। তুমি শপথ ভঙ্গ করবে? তুমি না দেবতার নামে শপথ করেছিলে—দারার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে?

রতন। শপথ!

মীর। হ্যাঁ, নিজমুখে শপথ করেছ! শপথ ভঙ্গ করো না রতনরাও। বল কোন ঘরে তোমার ভগ্নী—?

রতন। না—না, সে যাবে না,—সে যাবে না!

মীর। যাতে যায়—সে আমি দেখছি!

রতন। তুমি একটুখানি দয়া কর, আজকের রাতটা অন্ততঃ! সে বড় ক্লান্ত হয়ে এসে তার শৈশবের ছোট্ট ঘর খানিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, আজকের রাতটা—

মীর। এমনি করেই কি তবে হিন্দুরা শপথ রক্ষা করে? সরে যাও বেইমান, তোমায় কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

রতন। কখনো না। তোমার সাধ্য কি—

মীর। শপথ ভঙ্গ করবে তুমি? এত নীচ, এত মিথ্যাবাদী, এত নরাধম তুমি?

রতন। মীর খলিল! (পিস্তল লইল)

মীর। শপথ! দেবতার নামে! (অগ্রসর)

রতন। সাবধান! এক—

মীর। দেবতার নামে শপথ— (অগ্রসর)

রতন। দুই—

মীর। দেবতার নামে! দেবতার—

রতন। (নিজ বক্ষে পিস্তল দিয়া গুলি করিল) ওঃ—

মীর। শোভানাল্লা!

রতন। দেখ মীর খলিল! হিন্দু কখনো বিশ্বাসহন্তা হয় না—হিন্দু তার জীবন দিয়েও শপথ রাখতে জানে— (মৃত্যু)

(হীরাবাইয়ের প্রবেশ)

হীরা। দাদা—দাদা—

মীর। হীরাবাই বেগম!

হীরা। কে? ওঃ—মীর খলিল!

মীর। আমি তোমায় নিতে এসেছি। চল!

হীরা। তোমার কি সাধ্য আমায় নিয়ে যাবে?—আমার দাদাকে হত্যা করেছ তুমি?

মীর। না। রতন রাও আত্মহত্যা করেছে। আর কালক্ষেপ নয়. হীরাবাই বেগম! চলে এসো আমার সঙ্গে! দারা ময়ূরসিংহাসন নিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় আছে!

হীরা। তুচ্ছ ময়ূর সিংহাসন! আমি স্বামী ত্যাগ করব ময়ূর সিংহাসনের লোভে? এ আশা করা তোমার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব!

মীর। স্বামী? ঔরংজেব? সে তো তোমায় ত্যাগ করেছে।

হীরা। তবু তিনিই আমার স্বামী। ইহপরকালে তাঁর চরণ ধ্যানই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

মীর। যে অনাদর করেছে, তার ওপর আবার কর্ত্তব্য কি? দারার ময়ূর সিংহাসন—

হীরা। ময়ূর সিংহাসন! একদিকে স্বামীর অনাদর, অন্যদিকে দারার ময়ূর সিংহাসন! শোন মীর খলিল, স্বামীর অনাদর—সে আমার অঙ্গের ভূষণ, আমার মাথার মণি। আর তোমার দারার ময়ূর সিংহাসন? শুধু ময়ূর সিংহাসন কেন,—লক্ষ সিংহাসনের লোভ দেখিয়েও যদি কেউ আমায় স্বামী ত্যাগ করতে বলে, তবে সেই লক্ষ সিংহাসনের ওপর নিক্ষেপ করি আমি—আমার পায়ের জুতি, আমার পায়ের পয়জার!

মীর। হীরাবাই! দাম্ভিকা নারী!

হীরা। কী? জোর করে দিল্লী নিয়ে যাবে? নিয়ে যেতে হবে আমার মৃতদেহ! জীবন্ত আমাকে দারা সেকোর কাছে নিয়ে যাবে—সে সামর্থ্য দারার আজ্ঞাবহ চতুরঙ্গ বাহিনীরও নেই, তুমি ত ছার মীরখলিল!

মীর। তোমায় শেষবার বলছি, দারার সাম্রাজ্যলক্ষ্মী হবার জন্যই তোমার জন্ম! দারাই তোমার স্বামী।

হীরা। না, কখনই নয়। আপন-ইচ্ছায় একবার যাঁকে বরণ করেছি, এক মুহূর্ত্তের জন্য যাঁর চরণে আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছি—তিনিই আমার স্বামী! মীরখলিল! তুমি জাননা—হিন্দুর মেয়ে স্বামীনিন্দা শুনে করে দেহ বিসর্জ্জন, হিন্দুর মেয়ে অশোক বনে অনশনে নিপীড়নে তবু থাকে সতীধর্ম্মে অটল, হিন্দুর মেয়ে সতীধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায় হাসতে হাসতে ঝাঁপ দেয় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে! মীরখলিল! বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষায় লালিত

হলেও আমি সেই হিন্দুর মেয়ে। আমায় তুমি নিয়ে যাবে দিল্লী ? দারা সেকোর কাছে ? হাঃ হাঃ হাঃ—

মীর। নিয়ে যাবই,—কে তোমায় মুক্তি দেবে ?

হীরা। মুক্তি দেবে মৃত্যু ! জান মূঢ় ! এই গৃহে কত বারুদ আছে ? মুক্তি ! মহামুক্তি ! (পার্শ্বে বারুদ-কক্ষে প্রবেশ)

মীর। হীরাবাই ! হীরাবাই !

নেপথ্যে হীরা। চেয়ে দেখ মীরখলিল, কেমন করে হিন্দুর মেয়ে তার সতী-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মুক্তি লাভ করে ! (বারুদ গৃহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ)

মীর। ইয়া আল্লা ! (বিস্ফোরণ মধ্যে হীরা, মীরখলিল সমাধিস্থ)

(ঔরংজেব ও রঘুনাথের প্রবেশ)

ঔরং। একি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ! পন্থ ! পন্থ ! কই, হীরা কই ? আমার হীরা কই ?

রঘু। দারার চর আমি তার পশ্চাতে আসতে দেখেছিলাম। তাদেরই হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে স্বামীত্যক্তা অভাগিনী ঐ, ঐ অগ্নি দেবতার বুকে আশ্রয় নিয়েছেন।

ঔরং। হীরা ! পীরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে স্বামীকে সাম্রাজ্য দান করবার জন্য তুমি এসেছিলে প্রেয়সী ! সে সাম্রাজ্য স্বামীর করায়ত্ত হবার আগেই তুমি কোথায় অন্তর্হিতা হলে সাম্রাজ্যলক্ষ্মী আমার ?

রঘু। সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ! পীরের আশীর্ব্বাদ হয়ত ব্যর্থ হবে না সাজাদা ! সাম্রাজ্য হয় ত তুমি লাভ করবেই, কিন্তু মনে হয় তোমার সে সাম্রাজ্য বুঝি-বা হবে লক্ষ্মীহীন সাম্রাজ্য ! আজ তোমার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তোমার সাম্রাজ্যলক্ষ্মী যেমন করে এই ধ্বংসস্তুপের মাঝে সমাধিস্থা হোল, তেমনি একদিন হয় ত করায়ত্ত বাদশাহীও তোমারই চোখের সম্মুখে সমাধিস্থ হবে বিচূর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিধ্বস্ত মহিমার নিম্নে !

যবনিকা

মহেন্দ্র গুপ্তের কখানা নাটক—

টিপু সুলতান (৫ম সং) ষ্টার
স্বর্গ হতে বড় „
শতবর্ষ আগে „
রণজিৎসিংহ (২য় সং) „
মহারাজ নন্দকুমার (৫ম সং) „
উত্তরা (৪র্থ সং) „
সোণার বাংলা (২য় সং) „
কমলে-কামিনী „
মৃণালিনী „
গঙ্গাবতরণ „
চক্রধারী „
রাণী দুর্গাবতী (যন্ত্রস্থ) „
কঙ্কাবতীর ঘাট (২য় সং) নাট্যভারতী
গয়াতীর্থ মিনার্ভা
অভিযান

উৎপলেন্দু সেনগুপ্ত

পার্থ সারথি (৫ম সং) মিনার্ভা
সিন্ধুগৌরব (৫ম সং) রঙমহল

গৌতম সেন

ডাক্তার মিনার্ভা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

রণদাপ্রসাদ ষ্টার

ভোলানাথ কাব্যতীর্থ

বৃত্তসংহার ষ্টার

যদুনাথ খাস্তগীর

অভিমানিনী ষ্টার

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

অগ্নিশিখা নাট্যনিকেতন

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পলাশী (২য় সং) ষ্টার

অমৃতলাল বসু

যাজ্ঞসেনী (২য় সং) ২৲

নিতাই ভট্টাচার্য্য

সংগ্রাম ২৲